গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসিশীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

মে, ২০১৯

সূচীপত্র

	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিবরণ**	
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের বর্ণনা	১
১.২.১	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১
১.৩	প্রকল্পের অর্থায়ন	২
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৫	প্রকল্পের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৬	প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি**	
২.১	সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি	৭
২.২	প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ	৭
২.৩	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	৮
২.৪	সংখ্যাগত জরিপের নমুনা-সংখ্যা নির্ধারণ	৮
২.৫	উত্তরদাতার নমুনা বন্টণ	৯
২.৬	গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার	১০
২.৭	প্রশমালা ও চেকলিস্ট	১০
২.৮	সমীক্ষা পরিচালনা ও কর্ম পরিকল্পনা	১১
২.৯	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)	১১
২.১০	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	১২
২.১১	তথ্য বা ডাটা এডিটিং ও কোডিং	১২
২.১২	তথ্য বা ডাটা বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট তৈরী	১২
তৃতীয় অধ্যায়	**প্রকল্প অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন**	
৩.০	প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	১৩
৩.১	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি	১৩
৩.২	প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা	১৫
৩.২.১	প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা	১৫
৩.২.২	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধনের কারণ	১৫
৩.২.৩	প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ	১৬
চতুর্থ অধ্যায়	**ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা**	

৪.১	ক্রয় প্রক্রিয়ার সার্বিক অবস্থা	১৮
পঞ্চম অধ্যায়	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা ও পর্যবেক্ষণ**	
৫.০	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	২০
৫.১	প্রিপেমেন্ট মিটার ক্রয় ও স্থাপন	২০
৫.২	ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন সেন্টার	২১
৫.৩	ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন	২১
ষষ্ঠ অধ্যায়	**SWOT Analysis**	২২
সপ্তম অধ্যায়	**প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন**	
৭.০	আবাসিক জরিপের ফলাফল	২৪
৭.১	আবাসিক প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারী	২৪
৭.১.১	প্রিপেমেন্ট মিটারের সংযোগকাল	২৪
৭.১.২	প্রিপেমেন্ট-পোষ্টপেইড মিটার বিলে ভারসাম্য	২৪
৭.১.৩	বিলের সাশ্রয়	২৫
৭.১.৪	প্রিপেমেন্ট মিটারে অতিরিক্ত বিল প্রদান	২৫
৭.১.৫	প্রিপেমেন্ট মিটারে গড় বিল	২৬
৭.১.৬	প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা	২৬
৭.১.৭	প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা	২৭
৭.১.৮	প্রিপেমেন্ট মিটার এর সেবার মান উন্নীতকরণে গ্রাহকদের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ	২৭
৭.২	বাণিজ্যিক গ্রাহকদের থেকে প্রাপ্ত মতামত	২৭
৭.২.১	প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগকাল	২৮
৭.২.২	প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা	২৮
৭.২.৩	প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা	২৮
৭.৩	পোস্ট-পেইড বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেকারী (কন্ট্রোল)	২৯
৭.৩.১	প্রিপেমেন্ট মিটারের বিল সংগ্রহ	২৯
৭.৩.২	প্রিপেমেন্ট মিটার এ স্থানান্তর আগ্রহী না হবার কারণ	৩০
৭.৩.৩	পোস্ট-পেইড মিটারের সুবিধাজনক দিকসমূহ	৩০
৭.৩.৪	প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবস্থা উন্নীতকরণে সুপারিশসমূহ	৩০
৭.৩.৫	প্রিপেমেন্ট মিটার না পাওয়ায় অভিমত	৩১
৭.৩.৬	প্রিপেমেন্ট মিটার এর সুবিধা এবং অসুবিধা	৩১
৭.৩.৭	সুপারিশ	৩২
৭.৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মসজিদে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য	৩২

	বিশ্লেষণ	
৭.৪.১	প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগের সময়কাল	৩২
৭.৪.২	প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা	৩৩
৭.৪.৩	প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা	৩৩
৭.৪.৪	মতামত/সুপারিশ	৩৩
৭.৫	দলীয় আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষন	৩৩
৭.৬	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	৩৫
অষ্টম অধ্যায়	**পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ**	৩৭
		৪১
	পরিশিষ্ট তালিকা	
পরিশিষ্ট-১	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের উপকারভোগীদের মূল্যায়ন জরিপ	
পরিশিষ্ট-২	বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রাহকের প্রশ্নপত্র (আবাসিক)	
পরিশিষ্ট-৩	স্কুল/মসজিদ সংযোগ গ্রাহকের প্রশ্নপত্র (আবাসিক)	
পরিশিষ্ট-৪	বাণিজ্যিক সংযোগ গ্রাহকের প্রশ্নপত্র	
পরিশিষ্ট-৫	প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ বিহীন গ্রাহকের প্রশ্নপত্র	
পরিশিষ্ট-৬	ডিপিডিসি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিস্ট	
পরিশিষ্ট-৭	দলভিত্তিক আলোচনা (FGD) এর চেকলিস্ট	
	TOR	

Abbreviation

DPP	Development Project Proforma/proposal
DPDC	Dhaka Power Distribution Company Limited
DCC	Dhaka City Corporation
FGD	Focus Group Discussion
GOB	Government Of Peoples Republic of Bangladesh
IDI	In-Depth Interview
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
LS	Lump Sump
NOCS	Network Operation and Customer Services
P.A.	Project Aid
PDB	Power Development Board
RDPP	Revised Development Project Proforma
R&H	Roads and Highways
SWOT	Strength Weakness Opportunities and Threats
TOR	Terms of Reference

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল ক্রমাগতভাবে বকেয়া থাকা এবং তা যথাযথভাবে আদায় না হওয়ার কারণে বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বিদ্যমান পোস্ট-পেইড বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ব্যবস্থায় বিল প্রস্তুত থেকে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ২ মাস পর্যন্ত লেগে যায়। এ সমস্যাটিকে মোকাবেলা করা এবং একইসাথে শতভাগ রাজস্ব আদায়; প্রচলিত মিটার রিডার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য, উন্নত এবং ঝামেলাবিহিন বাণিজ্যিক সেবা প্রদান এবং গ্রাহক প্রান্তে ওভারলোড প্রতিরোধ করে ডিমান্ড সাইড লোড ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা র জন্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকগণকে প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে| প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ডিপিডিসি এর ৫টি এনওসিএস বিভাগের গ্রাহক সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে | উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৫ টি এনওসি বিভাগ (খিলগাঁও, তেজগাঁও, কাজলা, স্বামীবাগ, রাজারবাগ) ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন সেন্টার এবং ২৬ টি ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন স্থাপিত হয়েছে|

প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারী ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০১৮ পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ২২৪৪২ .১০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় ১০৬৫৯.০৭৭ লক্ষ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারী তথ্যগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারী তথ্যগুলি ডিপিডিসি, পিডিবি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যগুলি যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত এবং গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে | প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক খানা র্পযায়, তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে| এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) পরিচালনার সময় প্রি-পেইড মিটার প্রাপ্ত এবং প্রি-পেইড মিটার ব্যতীত গ্রাহকদের নিয়ে করা হয়েছে | এছাড়া কন্ট্রোল গ্রাহকদের জন্য প্রকল্প এলাকার বাইরে এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ চলাকালীন সময়ে পরামর্শকদল স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন ক রেছেন| আনুমানিক ৪৫-৫০ জন স্থানীয় বিভিন্ন পেশার গ্রাহক, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্কুলের শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে| উক্ত কর্মশালায় ডিপিডিসি এবং আইএমইডি এর কর্মকর্তাগণ ও উপস্থিত ছিলেন |

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পটির অধীনে ১ ,৩১,০০০টি প্রিপেমেন্ট মিটার ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ০৫টি ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন এবং ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসমস্ত অঙ্গসমূহের সবগুলোই বর্তমানে কার্যকর অবস্থায় রয়েছে ।

ডিপিডিসি কার্যালয় থেকে ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ গুলোর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ডিপিডিসি এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ইত্যাদির রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিআর অনুযায়ী হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় ।

ডিপিপিতে সংযুক্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ণ বিষয়ক প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হচ্ছে| আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে অপচয় এবং সিস্টেম লস হ্রাস পাচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কোম্পানীর অগ্রিম রাজস্ব আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের পূর্বে তেজগাঁও NOCS এর সিস্টেম লস ১৮% ছিল বলে নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেন। প্রি পেমেন্ট মিটার স্থাপনের পর সিস্টেম লস বর্তমানে শুন্যের নীচে নেমে এসেছে । যাহা বাস্তবে অসম্ভব । সিস্টেম লসের মূলত তিনটি Component| সিস্টেম লস=টেকনিক্যাল লস (৪-৫%)+কমার্শিয়াল লস (মিটার টেম্পারিং, মিটার ঘোরানো, লেজার এ কম লেখা ইত্যাদি)+পিলফারেস। প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের ফলে কমার্শিয়াল লস ও পিলফারেস বন্ধ হতে পারে| তবে ৪-৫% টেকনিক্যাল লস বিদ্যমান থাকবে। ফলে সিস্টেম লস শূন্য বা শূন্যের নীচে নামা অবাস্তব। বর্তমানে স্থাপিত মিটারের পরিবর্তে যদি স্মার্ট মিটার (মডেমসহ) স্থাপন করা যায় তবে consumed Unit সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব এবং প্রকৃত system loss নিরুপণ করা সম্ভব ।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প এলাকার জনসাধারণ (পুরুষ ও মহিলা উভয়ই) সরাসরি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের সাথে সংযুক্ত ছিল | প্রকল্পটির দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, হস্ত ও কুঠির শিল্পের উন্নতি, প্রাণী সম্পদ, পোলট্রি খামার ইত্যাদি বিকশিত হওয়ার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ত্বরানিত হওয়ার সম্ভবনার সৃষ্টি হয়েছে, যা দারিদ্র দূরিকরণে সহায়হ হবে।

প্রি-প্রেমেন্ট মিটার, ভেন্ডিং ষ্টেশন ও কার্ড যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে | গ্রাহক যাতে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ সেবা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে । স্থাপিত মিটার সমূহ ত্রুটি মুক্ত রাখতে হবে | পরবর্তী প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনে Smart মিটার স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। যাতে প্রতিমাসে গ্রাহক কত বিদ্যুৎ খরচ করছে এবং ৩/৪ মাসের বিল একমাসে recharge করলে মিটারে কত ইউনিট /টাকা জমা আছে তার হিসাব পাওয়া যায় । পরবর্তী প্রি -পেমেন্ট মিটারের recharge যাতে অতি সহজে মোবাইল, এজেন্ট, ব্যাংক হতে ২৪ ঘন্টাই গ্রাহক সেবা নিতে পায় তার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে |

যুগপোযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যুগপযোগী কর্ম -পরিকল্পনা করতে হবে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ঝুঁকিগুলো সনাক্ত করা যাবে । প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করার ক্ষেত্রে আরো সচেতন হতে হবে| ইপিসি ঠিকাদার এর ৩ বৎসর সংরক্ষণের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রশিক্ষিত জন বল দ্বারা ভেন্ডিং স্টেশন পরিচালনা, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ডিপিডিসিকে গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে যে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর ক্রয় দলিল ও কাগজপত্র মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিস হতে সংগ্রহ করে একত্রিতভাবে প্রধান কার্যালয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা (সম্ভব হলে স্ক্যান করে ডিজিটাল আকারে) করা যেতে পারে ।

ভবিষ্যতে মিটার টেম্পারিং রোধে এবং সিস্টেম লস হ্রাসের কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিদ্যুৎ গ্রাহককে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগের আওতায় আনা হলে বিদ্যুতের সিস্টেম লস ও গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পাবে।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ থেকে ২০০৮ সালে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি) গঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিপিডিসি তার অধীনে বিদ্যমান গ্রাহকদের একটি অংশের বকেয়া বিলের কারণে বাণিজ্যিকভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ডিপিডিসি -তে বিদ্যমান পোস্টপেইড বিলিং প্রক্রিয়ার কারণে ব্যাপক বিল বকেয়া থাকে। বর্তমান সিস্টেমে গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহারের দুই থেকে তিন মাস পর ডিপিডিসি গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করে। গতানুগতিক ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল এনালগ মিটার ও কারিগরি ত্রুটি লোকসানের প্রধান কারণ। এছাড়া গ্রাহককে বরাদ্দকৃত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে সিস্টেম ওভারলোড হয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট (load shedding) এর কবলে পড়ে । ডিপিডিসি ৫টি এনওসি বিভাগ (খিলগাঁও, তেজগাঁও, কাজলা, স্বামীবাগ, রাজারবাগ) এর অধীনে বিদ্যমান মোট গ্রাহক সংখ্যা ১২৭৪২৫ (প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী) । প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসিক/বাণিজ্যিক গ্রাহকগণকে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ডিপিডিসি এর ৫টি এনওসিএস বিভাগের গ্রাহক সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৫ টি ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন সেন্টার এবং ২৬ টি ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন ও স্থাপিত হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের বর্ণনা

১.২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রকল্পের নামঃ- "প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ডিপিডিসি

প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় (খিলগাঁও, তেজগাঁও, রাজারবাগ ,স্বামীবাগ ও কাজলা এনওসিএস)
বাস্তবায়নকালঃ

টেবিল-১.১. বাস্তবায়নকাল

	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্পের সমাপ্তের তারিখ
ক) মূল	জানুয়ারী ২০১৫	জুন ২০১৭
খ) সংশোধিত	জানুয়ারী ২০১৫	জুন ২০১৮

আরডিপিপি; পিসিআর(২০১৮)

১.৩ প্রকল্পের অর্থায়ন

(লক্ষ টাকা)

বর্ণনা	আনুমানিক ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়
	প্রকৃত	সর্বশেষ সংশোধিত	
মোট টাকা	২২৪৪২.১০৪	১০৬৫৯.০৭৭	১০৫৭০.৬১৫
(জিওবি)	১৮৮৯০.১৩৫	১০৫৫৩.২৮২	১০৪৬০.৯৬৭
(ডিপিডিসি)	৩৫৫১.৯৬৯	১০৫.৭৯৫	১০৯.৬৪৮

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কোন বকেয়া না রেখে শতভাগ রাজস্ব আদায়।
- প্রচলিত মিটার রিডার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য, উন্নত এবং ঝামেলাবিহীন বাণিজ্যিক সেবা প্রদান।
- গ্রাহক প্রান্তে ওভারলোড প্রতিরোধ করে ডিমান্ড সাইড লোড ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা |

১.৫ প্রকল্পের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকা)

বাজেট হেড	অর্থনৈতিক কোড	পণ্যের বর্ণনা	টোটাল প্রভিশন						বছর ২০১৪-১৫ (জানু ২০১৫-জুন২০১৫)						বছর ২০১৫-১৬						বছর ২০১৬-১৭					
			জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য			মোট	জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য			মোট	জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য			মোট	জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য			মোট
					আর পি এ		ডি পি এ				আর পি এ		ডি পি এ				আর পি এ		ডি পি এ				আর পি এ		ডি পি এ	
ক/ রাজস্ব খাত																										
	৪৫০০	কর্মকর্তাদের বেতন	০.০০	১৪৪.৬৭৯			০.০০	১৪৪.৬৭৯	০.০০	২৮.৯৩৬			০.০০	২৮.৯৩৬	০.০০	৫৭.৮৭১			০.০০	৫৭.৮৭১	০.০০	৩৭.৮৭১			০.০০	৩৭.৮৭১
	৪৬০০	স্টাফদের বেতন	০.০০	৪৫.১১৩			০.০০	৪৫.১১৩	০.০০	৯.০২৩			০.০০	৯.০২৩	০.০০	১৮.০৪৫			০.০০	১৮.০৪৫	০.০০	১৮.০৪৫			০.০০	১৮.০৪৫
	৪৭০০	ভাতা	০.০০	১৭১.৯৮৭			০.০০	১৭১.৯৮৭	০.০০	৩৪.৩৯৭			০.০০	৩৪.৩৯৭	০.০০	৬৮.৭৯৫			০.০০	৬৬.৭৯৫	০.০০	৬৮.৭৯৫			০.০০	৬৮.৭৯৫
	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	০.০০	১৪.২৫০			০.০০	১৪.২৫০	০.০০	২.৮৫০			০.০০	২.৮৫০	০.০০	৫.৭০০			০.০০	৫.৭০০	০.০০	৫.৭০০			০.০০	৫.৭০০
	৪৯০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	৫১.০০০			০.০০	৫১.০০০	০.০০	১০.২০০			০.০০	১০.২০০	০.০০	২০.৪০০			০.০০	২০.৪০০	০.০০	২০.৪০০			০.০০	২০.৪০০
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	০.০০	১৪৩.০০০			০.০০	১৪৩.০০০	০.০০	০.০০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০০	০.০০	১৪৩.০০০			০.০০	১৪৩.০০০
		মোট-ক (রাজস্ব)	০.০০	৫৭০.০২৮			০.০০	৫৭০.০২৮	০.০০	৮৮৫.৪০৬			০.০০	৮৮৫.৪০৬	০.০০	১৭০.৮১১			০.০০	১৭০.৮১১	০.০০	৩১৩.৮১১			০.০০	৩১৩.৮১১
খ/ মূলধন																										
	৬৮০০	জমি অধিগ্রহণ					০.০০																			
	৬৮০৭	পরিবহন ও যানবাহন	০.০০	১৪৯.০০০			০.০০	১৪৯.০০০	০.০০	১৪৯.০০০			০.০০	১৪৯.০০০	০.০০	০.০০			০.০০	১১৩১১.৬৭০	১২৭৯.০৯৫	০.০০০			০.০০	১২৭৯.০৯৫
	৬৮৩১	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	১২৭৯০.৯৪৭	১৩৪৮.৬৪০			০.০০	১৪১৩৯.৫৮৭	১২৭৯.০০০	১৩৪.৮৬৪			০.০০	১৪১৩.৯৫৯	১০২৩২.৭৫৮	১০৭৮.৯১২			০.০০			১৩৪.৮৬৪			০.০০	১৩৪.৮৬৪
	৭০০০	নির্মাণ কাজ					০.০০						০.০০						০.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০
	৭০০৬	কার্যকর স্থাপনা	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	১০৩৭৫০	০.০০	০.০০			০.০০	১০৩.৭৫০
	৭০১৬	অন্যান্য সিভিল কাজ	০.০০	২০৭.৫০০			০.০০	২০৭.৫০০	০.০০	১০৩.৭৫০			০.০০	১০৩.৭৫০	০.০০	১০৩.৭৫০			০.০০	৩৮৮৮.৪৪	৯৭২.১১২	০.০০			০.০০	৪৮০৬.৯৮
	৭৯০০	সিডি এবং ভ্যাট	৪৮৬০.৫৬০	০.০০			০.০০	৪৮৬০.৫৬০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	৩৮৮৮.৪৪৮	০.০০			০.০০	১৮১.৩৪৭	০.০০	০.০০			০.০০	১৮১.৩৪৭

বাজেট হেড	অর্থনৈতিক কোড	পণ্যের বর্ণনা	টোটাল প্রভিশন						বছর ২০১৪-১৫ (জানু ২০১৫-জুন২০১৫)						বছর ২০১৫-১৬						বছর ২০১৬-১৭					
			জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য		ডি পি এ	মোট	জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য		ডি পি এ	মোট	জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য			মোট	জি ও বি(এফ ই)	ডি পি ডি সি	প্রকল্প সাহায্য		ডি পি এ	মোট
					আর পি এ						আর পি এ						আর পি এ		ডি পি এ				আর পি এ			
	৭৯০১	আয়কর এবং ভ্যাট@৯.৫%	০.০০	২২৬.৬৮৩			০.০০	২২৬.৬৮৩	০.০০	২৩.৬৬৮			০.০০	২২.৬৬৮	০.০০	১৮১.৩৪৭			০.০০			২২.৬৬৮			০.০০	২২.৬৮
	৭৯৮০	ক্যাপিটাল ব্লক বরাদ্দ	০.০০				০.০০						০.০০							৩২.০৪০	০.০০				০.০০	৩২.০৪০
	৭৯৮১	বিবিধ	০.০০	৫৩.৪০০			০.০০	৫৩.৪০০	০.০০	১০.৬৮০			০.০০	১০.৬৮০	০.০০০	৩২.৮৪০			০.০০	০.০০০	০.০০	১০.৬৮০			০.০০	১০.৬৮০
	৭০৫৫	৩ বছরের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	৮৪৭.৪৪০			০.০০	৮৪৭.৪৪০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০			০.০০	৪১৫.০০০	৩৩২.০০০	৮৪৭.৪৪০			০.০০	১২০৪.৪৪
	৭০৫৬	ইন্সটলেশন টেস্টিং ও কমিশনিং	৮৩০.০০	০.০০			০.০০	৮৩০.০০০	৮৩.০০০	০.০০			০.০০	৮৩.০০০	৪১৫.০০০	০.০০				৩৭.৫৩৩	০.০০০	০.০০			০.০০	৩৭.৫৩৩
	৭৯৮৪	আইডিসি	০.০০	৯৩.৮৩৩			০.০০	৯৩.৮৩৩	০.০০	১৮.৭৬৭			০.০০	১৮৭৬৭	০.০০	৩৭.৫৩৩			০.০০০	১৫৯৬৯.৭৮৭	২৫৮৩.২১	৩৭.৫৫৩			০.০০	২৬২০৭৪৩
		মোট-খ (মূলধন)	১৮৪৮১.৫০৭	২৯২৬.৪৯৭			০.০০	২১৪০৮.০০৩	১৩৬২.০৯৫	৪৩৯.৭১৯			০.০০	১৮০১.৮২৪	১৪৫৩৬.২০৫	১৪৩৩.৫৮২			০.০০	১২৩.৭৫৩	১৬৩.৪৫১	১০৫৩.১৯			০.০০	১২১৬.৬৪১
গ/	৭৯৮২	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	২৭২.৪১৯	৩৬.৯৬৩			০.০০	৩০৯.৩৮২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	১০৮.৯৬৮	১৪.৭৮৫			০.০০	৯২.৮১৫	২৭.২৪২	২২.১৭৮			০.০০	৪৯.৪২
ঘ/	৭৯৮৩	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	১৩৬.২০৯	১৮.৪৮১			০.০০	১৫৪.৬৯১	২৭.২৪২	৩.৬৯৬			০.০০	৩০.৯৩৮	৫১.৭২৬	১১.০৮৯			০.০০	৯২.৮১৫	২৭.২৪২	৩.৬৯৬			০.০০	৪১৬৬.৭৭
সর্ব মোট (ক+খ+গ+ঘ)			১৮৮৯০.১৩৫	৩৫৫১.৯৬৯			০.০০	২২৪৪২.১০৪	১৩৮৯.৩৩৭	৫১৮.৮৩১			০.০০	১৯১৮.১৬৮	১৪৭২৬.৩৯৯	১৬৩০.২৬৭			০.০০	১৬৩৫৭.১৬৬	২৭৭৩.৯০০	১৩৯২.৮৭			০.০০	৪১৬৬.৭৭৮

১.৬ প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, অর্থায়ন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ, প্রকল্পের পটভূমি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর,উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্চনীয়। আরডিপি/ডিপিপি-তে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা' পরীক্ষা করা;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং TOR অনুযায়ী পরামর্শক সেবা অর্জিত হয়েছে কিনা তা' পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত BOQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা' পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- ডিপিপি/আরডিপিপিতে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকার পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

- বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমনঃ অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা; এবং
- প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণঃ এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, এটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও এটি, দুর্বলতা উত্তোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

২.১ সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারী তথ্যগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারী তথ্যগুলি ডিপিডিসি, পিডিবি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যগুলি যাচাই বাছাই করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাইমারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত এবং গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক খানা র্পযায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) পরিচালনার সময় প্রি-পেমেন্ট মিটার প্রাপ্ত এবং প্রি-পে মেন্ট মিটার ব্যতীত গ্রাহকদের নিয়ে করা হয়েছে।

২.২ প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ

“প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি” প্রকল্পের এলাকা ভিত্তিক বন্টণ টেবিল ৩.১ এ দেওয়া হয়েছে ।

টেবিল ৩.১ বিভাগ, জেলা, এলাকা অনুসারে প্রকল্প অঞ্চল

বিভাগ	জেলা	এলাকা
ঢাকা	ঢাকা	খিলগাঁও
		তেজগাঁও
		কাজলা
		রাজারবাগ
		স্বামীবাগ

প্রকল্পের সকল অঞ্চলে যেহেতু আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিদ্যুৎ গ্রাহক আছে সেহেতু সে সকল শ্রেণীর গ্রাহককে নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ডিপিপি তে উল্লেখিত গ্রাহক শ্রেণীর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ

টেবিল ২.২ গ্রাহক শ্রেণীর টেবিল (ডিপিপি থেকে)

বিভাগ	মোট গ্রাহক (সংখ্যা) (মার্চ ২০১৪)		মোট পিপিএম	
	(ফেজ-১)	(ফেজ-৩)	(ফেজ-১)	(ফেজ-৩)
ক/ (আবাসিক)	১০৪১৯০	৭৯৬১	১০৯০০০	৮৫০০
খ/ (কৃষি)	০	১		
গ/ (এলটি শিল্প)	২৯	৩১৮০		
ঘ/ (স্কুল,মসজিদ)	৪৫২	১০২		
ঙ/ (বাণিজ্যিক)	৮৯৮৯	১৮৫০	১১০০০	২৫০০
চ/ (১১ কে ভি বাল্ক)	০	৫৫৮		
ছ/ (৩৩ কে ভি বাল্ক)	০	০		
জ/ (এসটি. লাইট এবং ডব্লিউপি	৮৫	২৮		
মোট	১১৩৭৪৫	১৩৬৮০	১২০০০০	১১০০০

আরডিপিপি; (২০১৮)

২.৩ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত ও গুনগত জরিপ ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারী তথ্যগুলি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং সেকেন্ডারী তথ্যগুলি ডিপিডিসি, পিডিবি সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪ সংখ্যাগত জরিপের নমুনা-সংখ্যা নির্ধারণ: প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ গ্রাহক সুবিধাভোগী এলাকা থেকে নমুনা আকার নিম্নলিখিত ফর্মূলার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2 PQ}{e^2} . (d.eff)$$

Where,

z=1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level)

n = sample size

p = Proportion/probability of success =0.5

q = 1-p =0.5

e = allowable margin of error (5%) or precision level =0.05

d.eff=design effect = 1.0 considering homogeneity of sample

উপরোক্ত মানগুলি ফর্মূলায় বসিয়ে দিলে n= ৩৮৪ পাওয়া যায়। প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে n= ৪০০ নমুনা নেয়া হলো। মোট নমুনা উত্তরদাতার ৩০০ জন সুবিধাভোগী হবেন আর ১০০ উত্তরদাতা কন্ট্রোল গ্রুপের। উক্ত ৩০০ নমুনা সংগ্রহ আবাসিক গ্রাহক, স্কুল/মসজিদের গ্রাহক এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্ত করে করা হয়েছে। নমুণা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ)টি এনওসিএস এর আনুপাতিক হারে নমুণা সংখ্যা করা হয়েছে।

২.৫ উত্তরদাতার নমুনাবন্টন

সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত এলাকায় বিভিন্ন ধরণের গ্রাহক যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, মসজিদ ইত্যাদি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এর সময় কোম্পানি থেকে গ্রাহক তালিকা নিয়ে এলাকা ভিত্তিক আনুপাতিক হারে সংখ্যা নির্ধারণ করে খানা পর্যায়ে সুবিধাভোগী ৩০০ ও কন্ট্রোল এলাকা থকে সুবিধাবঞ্চিত ১০০ নমুনা নেয়া হয়েছে ।

উত্তরদাতা নির্বাচন

গ্রাহক	উত্তরদাতা
আবাসিক	খানা প্রধান
বাণিজ্যিক	মালিক/ম্যানেজার
স্কুল/ মসজিদ	প্রিন্সিপাল/ইমাম

২.৬ গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার

সমীক্ষায় গুণগত পদ্ধতি হিসেবে দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং কেআইআই ব্যবহার করা হয়েছে।।

দলীয় আলোচনা(এফজিডি):

- ৫ টি এনওসিএস এলাকার নমুনা এলাকা থেকে ৫ টি এবং কন্ট্রোল এলাকা থেকে ১ টি এফজিডি করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট এফজিডি সংখ্যা হয়েছে ৬ টি। এফজিডিতে খানা পর্যায়ের গ্রাহক ও বাণিজ্যিক পর্যায়ের গ্রাহকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রতি এফজিডিতে ৮-১০ জন মহিলা/ পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে।
- প্রতিটি FGD প্রকল্প এলাকা এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পারে এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারে। এফজিডি সভা একজন সঞ্চালক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপর সভায় আগত সকলকে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রস্তাবিত এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হয়েছে এবং গাইডলাইন উল্লেখিত সূচক অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কি ইনফরমেন্টস্ ইন্টারভিউ(কেআইআই)

ডিপিডিসি এর প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, বিভিন্ন এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প এলাকার প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগপ্রাপ্ত গ্রাহকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৫ টি KII করা হয়েছে।

২.৭ প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট

উক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পণ্য, কার্য, সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ডিপিডিসি প্রধান কার্যালয় হতে সহায়ক সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পণ্য, কার্য ও সেবা পিপিআর ২০১৮ অনুযায়ী হয়েছে কি না এবং ভৌত কাজ ও স্থাপিত যন্ত্রাংশের গুণগত মান ঠিক আছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে এবং মূল রিপোর্টে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া ও তার মূল্যায়ন , চুক্তি সম্পাদন ও কার্যসম্পাদন ইত্যাদি সময়মত , গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। যদি সঠিকভাবে না হয়ে থাকে , তবে তার কারণ চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনার জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদির যে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে সে সমস্ত বিষয়াদি উল্লেখ করে একটি চেকলিস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

উল্লেখিত প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য ১টি করে খসড়া প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে । প্রশ্নমালার ব্যাপারে আইএমইডির মতামত নেওয়া হয়েছে। এগুলি একটি নন -স্যাম্পলড এলাকায় প্রি-টেস্ট করা হয়েছে। অতঃপর আইএমইডি এর মতামত ও প্রি-টেস্ট থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক বিবেচনা করে প্রশ্নমালাগুলি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৮ সমীক্ষা পরিচালনা ও কর্ম পরিকল্পনা

সমীক্ষা পরিচালনা

এই সমীক্ষা দলে ৪ জন পরামর্শক , ১০ জন সুপারভাইজার, ১৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী , ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহকারী কর্মরত ছিলেন।

মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজার নিয়োগের পর তাদের ৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করেছে। পরামর্শকগণ মাঠ কর্মী এবং সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

একজন তথ্য সংগ্রহকারী দিনে ৫-৬ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক রেছে। এর প্রায় ২ সপ্তাহের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭ জন সুপারভাইজার তথ্য সংগ্রহকারীদের পূরণকৃত প্রশ্নমালার গুণগত মান যাচাই ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ক রেছে। এছাড়াও ৩ জন সুপারভাইজার KII ও অন্যান্য গুণগত তথ্য সংগ্রহ করেছে।

২.৯ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)

সমীক্ষার উদ্দেশ্য, পরিধি, TOR, অনুযায়ী কর্মপদ্ধতির আলোকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্টসমূহ টেকনিক্যাল ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণসমূহ নিম্নরূপ

- প্রি-পেমেন্ট মিটার প্রাপ্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য প্রশ্নমালা;

- প্রি-পেমেন্ট মিটারপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য প্রশ্নমালা;
- কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য প্রশ্নমালা;
- এফজিডি সভা পরিচালনার জন্য চেক লিষ্ট;
- কী ইনফরমেন্টদের সাক্ষাৎকার (স্কুল/মসজিদ গ্রাহক) এবং
- ডিপিডিসি কার্যালয় হতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ থেকে দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেকলিস্ট।

২.১০ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহ চলাকালীন সময়ে পরামর্শকদল স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন ক রেছেন। আনুমানিক ৪৫-৫০ জন স্থানীয় বিভিন্ন পেশার গ্রাহক, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্কুলের শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ডিপিডিসি এর কর্মকর্তাগণ ও উপস্থিত ছিলেন।

২.১১ তথ্য বা ডাটা এডিটিং ও কোডিং

পূরণকৃত প্রশ্নমালা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে কোডিং , এডিটিং ও মাইক্রোসফট অফিস অ্যাক্সেস প্রোগ্রামে ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

২.১২ তথ্য বা ডাটা বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট তেরী

তথ্য বা ডাটা বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট তেরীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

(১) সংগৃহীত ডাটার যথার্থতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে বিশ্লেষণের জন্য উন্নত ডাটা এন্ট্রির সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে এবং

(২) সংগৃহীত তথ্য বা ডাটা এসপিএসএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ (Co-relation, Mean, Medain, Minimum, Maximum, T-test etc) করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

৩.০ প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

৩.১ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি অঙ্গের ১০০% অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত টেবিল ৩.১ এ দেয়া হয়েছে:-

টেবিল- ৩.১: প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	অর্জন (%)
৬৮২৭	প্রি-পেমেন্ট মিটার	লট	১ (১,২০,০০০টি সিঙ্গেল ফেইজ প্রিপেইড মিটার এবং ১১,০০০টি থ্রি ফেইজ মিটার)	১	১০০%
	ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অফ মিটার	থোক			১০০%
	প্রশিক্ষণ	এমএম	৪৩	৪৩	১০০%
	সিডি/ভ্যাট	থোক			১০০%
	বিবিধ ব্যয়	থোক			১০০%
	মোট				

টেবিল- ৩.২: প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	
১	২	৩	৪
মোট	২২৪৪২.১০	১০৬৫৯.০৭৭	১০৫৭০.৬০
জিওবি	১৮৮৯০.১৩৫	১০৫৫৩.২৮	১০৪৬০.৯৭
ডিপিডিসি	৩৫৫১.৯৭	১০৫.৭০	১০৯.৬৪

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১০৫৭০.৬০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ১০০%।

ডিপিডিসি থেকে প্রাপ্ত Project Completion Report (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হল:

টেবিল-৩.৩: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪		০৫	
			বাস্তব (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	৩	-	১.৯২
২	প্রশিক্ষণ	এমএম	৪৩	২	৪৩	১.৮
৩	যানবাহন	মাস	১২	৮	৬	৩.৯
৪	সম্মানী	থোক	থোক	২		০.৩৮
৫	ফটোকপি খরচ	থোক	থোক	১		০.৫৬
৬	টেলিফোন	সংখ্যা	১	০.৩	১	০.০৫
৭	যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	সংখ্যা	১৬.৩০		৮.৬১
৮	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১	২	১	০.৮৭
৯	অফিস ফার্নিচার	থোক		৩	-	১.৯৭
১০	মিটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	লট	১	৭৬৩৪.০০	১	৭৫৭৫.৬২
১১	অন্যান্য পূর্ত কাজ	থোক	-	৩.১	২.৭৯	২.৭৯
১২	ইনস্টলেশন টেস্টিং এন্ড , কমিশনিং	থোক	-	২.৫৮		২.৫৯
১৩	সিডি-ভ্যাট	থোক	-	২৯৬০		২৯৪৩.৮৬
১৪	বিবিধ	থোক	-	৩৮.১		৩৪.২৯
	সর্বমোট=			১০৬৫৯০৭৭.		১০৫৭০৬১.

টেবিল-৩.৪ প্রকল্পের সময় ব্যাবহারের অগ্রগতি

পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত সময়
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		(মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
৪	৫	৬	৮
জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/ ২০১৭	জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	০১ (এক) বছর (৪০%)

প্রকল্পটি মূল পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল থেকে এক বছর অধিক সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে অতিক্রান্ত সময় পরিকল্পিত বাস্তবায়নকালের প্রায় ৪০%।

৩.২ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা

আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি ২৩/১২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়, যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৪৪২.১০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৮৮৯০.১৪ লক্ষ টাকা ও ডিপিডিসি ৩৫৫১.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের দরপত্র জটিলতার কারণে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি মোট ১০৬৫৯.০৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৫৫৩.২৯ লক্ষ + ডিপিডিসি নিজস্ব ১০৫.৭৯ লক্ষ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের মেয়াদ ২৮/০৬/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৩.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা

প্রকল্পটি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একবার সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের প্রধান কারণ ছিল বৈদ্যুতিক মালামাল এবং বাস্তবসম্মত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।

৩.২.২ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধনের কারণ

- ভৌগলিক অবস্থান ও গ্রাহক প্রকৃতি বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় কাজের দরপত্র দলিল তৈরিতে এনওসিএস কামরঙ্গীরচর এর পরিবর্তে এনওসিএস রাজারবাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- ডিপিপি'তে ইউএসডি এর বিনিময় হার ৭৮.২০ (১ ইউএসডি = টাকা ৭৮.২০) টাকা ছিল। বর্তমানে ডলারের বিনিময় হার (১ ইউএসডি = টাকা ৮৩.১০ , সূত্র:বাংলাদেশ ব্যাংক , ১৪/০৫/২০১৮) বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পাওয়ার সেল কর্তৃক সরবরাহকৃত দরপত্র অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের কাজে Inland Transportation and insurance, Dismantling of existing postpaid meters– আইটেমসমূহ সংযোজন করা হয়েছে;
- প্রকল্পের "৩ বছর অপারেশন ও মেইন্টেনেন্স সার্ভিস উইথ নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি " অঙ্গটি প্রকল্পের কাজটি প্রকল্প শেষে জুন ২০১৮ এর পরে শুরু হবে বিধায় এবং উক্ত খাতে ডিপিডিসি হতে ব্যয় নির্বাহের সংস্থান থাকায় ১ম PIC সভার সুপারিশক্রমে প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি হতে বাদ দেয়া হয়েছে। মূল ডিপিপি অপেক্ষা প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় ৫২.০৩% হ্রাস পাওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয় ।

৩.২.৩ **প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ**

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছেঃ

- জিওবি ডিপিডিসি'র অর্থয়নে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৩/০২/২০১৪ ইং তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয় এবং ১৬/০২/২০১৫ ইং তারিখ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন হয় । ডিপিপিতে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন হওয়ার পর প্রকল্পের কাজ শুরু হয়;

- বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম ব্যবহৃত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নমুনা দরপত্র দলিল অনুসরন করে দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৪/০৬/২০১৫ ইং তারিখে উনমুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (সিঙ্গেল স্টেজ টু এনভেলপ) আন্তর্জাতিক আহবান করা হয়। দরপত্র প্রস্তাব দাখিলের সর্বশেষ সময় ছিল ১২/০৮/২০১৫ ইং । ১৪/১০/২০১৫ ইং তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ হইতে প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সংশোধিত Standard Tender Document ব্যবহারের জন্য নির্দশনা দেয়ায় এবং বিদ্যুৎ বিভাগ হতে সংশোধিত Standard Tender Document পেতে বিলম্ব হওয়াসহ বিডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিন দফা দরপত্র দাখিলের সময়সীমা বাড়িয়ে ০৭/১২/২০১৫ ইং পর্যন্ত করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে ২৯/১১/২০১৫ ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত কনসালটেন্টের সুপারিশ দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে দরপত্র দাখলের সর্বশেষ সময় ০১/১২/২০১৫ ইং তারিখে স্থগিত করা হয় এবং কনসালটেন্টের সুপারিশ পেতে বিলম্ব হওয়ায় পরবর্তীতে মন্ত্রাণলয়ের আদেশক্রমে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে ২৮/০২/২০১৬ ইং তারিখে পুনরায় দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় সংশোধিত Standard Tender Document-এ পরিবর্তিত API (Applicable Programmable Interface) Upgrade করে দরপত্র প্রস্তাবের সাথে সরবরাহতব্য Sample Meter এ সন্নিবেশিত করার জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন বিধায় দরপত্র দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য বিডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ সময় ২৩/০৩/২০১৬ নির্ধারিত হয়;

- দাখিলকৃত দরপত্র সমূহের প্রাথমিক কারিগরি মূল্যায়নে প্রিপেমেন্ট মিটারের টেস্ট রিপোর্ট ও বিডারদের পারফরমেন্স সার্টিফিকেট যাচাই করা , দরপত্র দলিল অনুযায়ী দাখিলকৃত Sample মিটারের সাথে Unified Prepayment Metering System Software এর Interfacing & Demonstration কার্যক্রমসহ আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর গত ৩০/১১/২০১৬ ইং তারিখে ঠিকাদারের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলশ্রুতিতে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া হতে প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লেগে যায়। শর্ত অনুযায়ী চুক্তির কার্যকরী তারিখ হতে পরবর্তী ১৮ মাসের মধ্যে প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে। চুক্তির কার্যকরী তারিখ ২৪/০১/২০১৭ ইং হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ সময়কালে সম্ভব হবে না;
- প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মেয়াদকাল জুন ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে সংস্থা কর্তৃক ঠিকাদারের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী চুক্তির কার্যকরী তারিখ ২৪ /০১/২০১৭ হতে ১৮ মাস পর অর্থ্যাৎ ২৪/০৭/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত করার কথা আছে;

- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সুপারভিশন প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্তি শেষে তার প্রতিবেদন (PCR) জমা দেওয়া ইত্যাদি কাজসহ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি ২০১৫ খ্রিঃ হতে জুন ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

৪.১ ক্রয় প্রক্রিয়ার সার্বিক অবস্থা: ডিপিডিসি কার্যালয় থেকে ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ গুলোর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন , ডিপিডিসি এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, ইত্যাদির রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই সব তথ্য এবং PCR এর বর্ণিত তথ্য পর্যালোচনা করে নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

টেবিল-৩.৪ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা বিশ্লেষণ

প্যাকেজ নং	ক্রয় বিবরণ (ডিপিপি/ টিএপিপি অনুসারে) পণ্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং (ধরন)	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকের তারিখ			
								অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
প্যাকেজ নং ১	ডিজাইন,সাপ্লাই, টেস্টিং, এবং কমিশনিং;	লট-১	এলএস	ওটিএম এবং আইসিটি/এনসিটি	এইচওপিই	জিওবি এবং ডিপিডিসি	১৫৮১৭.০৩	-	জানু-১৫	জুন-১৫	জুন-১৭
প্যাকেজ নং ২	পরিবহণ এবং যানবাহন	লট-২	১০ সংখ্যক	ডিপিএম/ওটিএম এবং এনসিটি	এইচওপিই	জিআইসিএ এর অর্থায়ন	১৪৯.০০	-	জানু-১৫	জুন-১৫	ডিসে-১৫

প্যাকেজ নং	ক্রয় বিবরণ (ডিপিপি/ টিএপিপি অনুসারে) কার্য	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং (ধরন)	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকের তারিখ			
								অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
প্যাকেজ নং ১	অন্যান্য সিভিল কার্য	লট-১	১	ওটিএম এবং এনসিটি	এইচওপিই	ডিপিডিসি	২০৭.৫০	-	জানু-১৫	জুন-১৫	জুন-১৭

ক্রয় পরিকল্পনার প্যাকেজ নং ১ এর উপর একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হল

প্যাকেজ নং১ - ডিজাইন,সাপ্লাই, টেস্টিং, এবং কমিশনিংঅফ প্রি-পেমেন্ট মিটার

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ও ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি. (ডিপিডিসি) এর অধীনে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস কাজের জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে বাংলা দরপত্র প্রকাশ করা হয় ১৬.০৬.২০১৫ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এবং ১৭.০৬.২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয় দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায়। পাশাপাশি ১৬.০৬.২০১৫ ও ১৭.০৬.২০১৫ তারিখে যথাক্রমে The Financial Express ও The Daily Star নামক ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় ও দরপত্রটি প্রকাশ করা হয়। দরপত্র বিক্রয় শুরু হয় ১৬.০৬.২০১৫ তারিখ হতে। ওটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ছিল ২২-০৩-২০১৬। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ২৮০ দিন অতিবাহিত হয়। দরপত্র খোলা হয় ২৩.০৩.২০১৬ তারিখ দুপুর ৩ টায়। উক্ত সময়ের মধ্যে মোট ০৩ টি দরপত্র জমা হয় । পাঁচ

(৫) সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠন করা হয় যার মধ্যে ২ জন বহিঃ সদস্য নেওয়া হয়েছিল। ১০.০৪.২০১৬ এবং ২৫.০৪.২০১৬ তারিখে দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি মূল্যায়নের Clarification ২৭.০৪.২০১৬ তারিখে প্রদান করা হয় এবং ১৭.০৫.২০১৬ তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্বাক্ষরিত হয়। আর্থিক মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ০২.০৮.২০১৬ তারিখে। আর্থিক মূল্যায়নের Clarification ০৪.০৮.২০১৬ তারিখে প্রদান করা হয় এবং ০৮.০৮.২০১৬ তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্বাক্ষরিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় ২ টি দরপত্র রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোটেশন সঠিকভাবে উপস্থাপন না করায় এবং প্রকিউরমেন্টের নিয়ম ও বিধান অনুসরণ না করায় ১টি দরপত্র নন রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ ছিল যথাক্রমে ২৩-০৭-২০১৬ এবং ১৮.০৮.২০১৬ (ডিপিডিসি'র পরিচালনা পরিষদের ২০৭-তম এবং ২০৯-তম সভায় যথাক্রমে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন)। Lowest Bidder কে ৯১৭৭৮২৩.৩৩ ইউএস ডলার এবং ১১৬২৬৫৬০.০০ টাকায় Notification of Award প্রদান করা হয় এবং ৩০.১১.২০১৬ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে পিপিআর অনুযায়ি Notification of Award প্রদানের ২৮ দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা থাকলেও উক্ত প্রকল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে ।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা ও পর্যবেক্ষণ

৫.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় ডিপিডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত "প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ১,৩১,০০০ টি প্রিপেমেন্ট মিটার ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,২০,০০০ টি সিঙ্গেল ফেইজ এবং ১১,০০০ টি থ্রি ফেজ মিটার সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ০৫টি ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন এবং ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসমস্ত অঙ্গসমূহের বর্তমান কার্যকর অবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

৫.১ প্রিপেমেন্ট মিটার ক্রয় ও স্থাপন

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) সিঙ্গেল ফেজ মিটার গ্রাহক পর্যায়ে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ১১,০০০ (এগার হাজার) থ্রি ফেজ মিটারের অধিকাংশ গ্রাহক পর্যায়ে স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কিছু থ্রি ফেজ মিটার স্টোরে রয়েছে যেগুলি এনওসিএস-সমূহের চাহিদা মোতাবেক স্থাপন করা হচ্ছে। ক্রয়কৃত মিটারসমূহ জাহাজিকরণের পূর্বে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এর মাধ্যমে মিটারের গুণগত মান যাচাই করেছে। এছাড়া মিটার দেশে পৌছানোর পর পোস্ট ল্যান্ডিং এর মাধ্যমে মিটারের পরিমাণগত দিক যাচাই করা হয়েছে। মিটার স্থাপনের পূর্বেও আরেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কোন ত্রুটি/সমস্যা দেখা দিলে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এভাবে স্থাপনকৃত মিটারের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে স্থাপনকৃত মিটারসমূহ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

চিত্র-৫.১: স্থাপিত মিটারের স্থিরচিত্র

৫.২ ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন সেন্টার

পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক সরেজমিনে ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন সেন্টার সমূহ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, দ: কোরিয়ার হেক্সিং (Hexing) ইলেকটিক্যাল কোং লি: কর্তৃক স্থাপিত কাস্টমাইজেশন সেন্টার সমূহ ঠিকমতো কাজ করছে। বিভিন্ন শ্রেণী গ্রাহকরা সেখানে প্রয়োজনীয় সেবা নিচ্ছেন। পরিদর্শনকালে কয়েকজন গ্রাহকের সাথে আলাপ হয়। আলোচনাকালে তারা জানান, প্রিপেমেন্ট মিটারিং-এর কারনে তাদের ভোগান্তি আগের চেয়ে অনেক কমেছে। তবে এক্ষেত্রে কোন সার্কিট ব্রেকার না থাকায় তাঁরা বজ্রপাতের সময় শঙ্কিত থাকেন।

চিত্র-৫.২ স্থাপিত ইউটিলিটি কাস্টমাইজেশন সেন্টার স্থিরচিত্র

৫.৩ ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২১টি ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক সরেজমিনে ভেন্ডিং ষ্টেশনসমূহ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ষ্টেশনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সঠিকসময়ে ষ্টেশনে আসেন এবং গ্রাহকদেরকে সঠিক সেবা প্রদান করছেন।

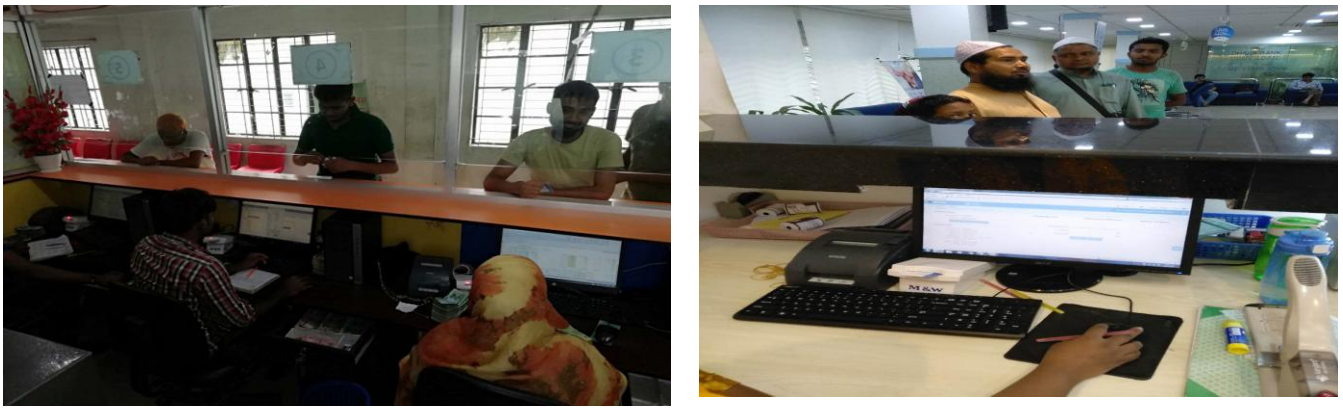

চিত্র-৫.৩ স্থাপিত ইউটিলিটি ভেন্ডিং স্টেশন স্থিরচিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

SWOT Analysis

কর্ম-পরিকল্পনায় যে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে , সে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির সবল (Strength) ও দুর্বল (Weakness) দিক, সুযোগ (Opportunity)ও ঝুঁকি (Threat)সমূহ স নাক্ত করে বর্তমানে তার সমাধান এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- প্রকল্পের অর্থ ছাড় যথাসময়ে হয়েছে ;
- প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তত করা হয়েছিল;
- কারিগরি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে;
- নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে কোম্পানির অর্থ সাশ্রয় হয়েছে;
- প্রকল্পটি কোম্পানি ,এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে ; এবং
- প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট বিধায় গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ণ বিষয়ক প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হচ্ছে; এবং
- প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণের ফলে ডিপিডিসি'র প্রকৌশলীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছ।

প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ

- প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়ায় (দরপত্র আহবান ও গ্রহণে) অধিক সময় ব্যয় হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মিটার স্থাপনে ৫টি এনওসিএস এর পূর্ণ সংযোগ প্রি-পেমেন্ট মিটার দ্বারা করার পরিকল্পনা করা হয়নি।
- স্থাপিত প্রি-পেমেন্ট মিটার ও ভেন্ডিং স্টেশন সমূহ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবল তৈরির আলাদা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি।

প্রকল্পের সুযোগসমূহ

- আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- আলোচ্য প্রকল্পের গ্রাহকগণ তাদের প্রকৃত ব্যবহারের উপর বিল প্রদান করতে পারবেন;
- আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কোম্পানীর অগ্রিম রাজস্ব আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগকৃত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিল অনাদায়ী ও বকেয়া আদায় এর কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের জন্য বাড়তি জনবলের প্রয়োজন হবে না, ফলে কোম্পানির অর্থ ও কর্ম ঘন্টা সাশ্রয় হবে এবং
- আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে অপচয় এবং সিস্টেম লস হ্রাস পাচ্ছে।

প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ :

- আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ডিপিডিসি গতানুগতিক পোষ্ট-পেইড মিটারিং সিস্টেম হতে নতুন প্রিপেমেন্ট সিস্টেম চালু করার পর বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ প্রিপেমেন্ট মিটারিং সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে প্রথম দিকে মিটার সংযোগ গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়;
- প্রিপেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতিতে কোন প্রকার মিটার টেম্পারিং ও রিডিং জালিয়াতির কোন সুযোগ নেই বিধায় ডিপিডিসি'র কিছু অসাধু কর্মচারী যেমন মিটার রিডার, লেজার কিপার ইত্যাদি পর্যায়ের কর্মচারীগণ প্রিপেমেন্ট মিটার সম্পর্কে গ্রাহদের বিভ্রান্ত করে যা প্রকল্পের একটি অন্যতম ঝুঁকি ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

৭.০ আবাসিক জরিপের ফলাফল

আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারে কী ধরণের সুবিধা বা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, কোন সুফল পাচ্ছেন কিনা, পূর্বের তুলনায় বিল ও সময় বেশী বা কম লাগছে কিনা, বিদ্যুতের অপচয় রোধে প্রিপেমেন্ট বিলিং সিস্টেম কী কোন ধরণের ভূমিকা রাখতে পাছে কিনা এ বিষয়গুলো প্রশ্ন পত্র জরিপের মাধ্যমে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৭.১ আবাসিক প্রিপে মেন্ট মিটার ব্যবহারকারী

ব্যক্তিগত তথ্যসহ প্রতিটি আবাসিক প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহকের নিকট থেকে মাধ্যমে এই জরিপকার্য চালানো হয়েছে। মোট তথ্যদাতা ছিল প্রায় ২৭০ জন। তবে সব উত্তরদাতা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেননি। গড়ে প্রশ্ন প্রতি উত্তদাতার সংখ্যা ছিল ২৫২ জন। প্রিপেমেন্ট মিটারের সুাবিধা অসুবিধা বিষয়ক মতামত নিম্নে প্রদান করা হলো:

৭.১.১ প্রিপে মেন্ট মিটারের সংযোগকাল

উত্তরদাতাদের তথ্যনুসারে ২০১৬ সাল হতে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ শুরু হয়। তবে ২০১৬ সালে মাত্র একজন তথ্যদাতা প্রিপেমেন্ট সংযোগ পান। উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ পান ২০১৮ সালে যার সংখ্যা ২০৩ জন।

টেবিল -৭.১ প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ সময়কাল (আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহক)

সংযোগ সময়কাল	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
২০১৬	১	০.৪%
২০১৭	৪৬	১৮.৩
২০১৮	২০৩	৮০.৬
উত্তর নাই	২	০.০৮
সর্বমোট	২৫২	১০০%

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি-মার্চ২০১৯

৭.১.২ প্রিপে মেন্ট-পোষ্টপেইড মিটার বিলে ভারসাম্য

প্রিপেমেন্ট বা পোষ্টপেইড মিটার কোন পদ্ধতিতে বিল কম আসতো আর কোন পদ্ধতিতে বিল বেশী আসতো সে বিষয়ে তথ্যদাতারা ভিন্ন ভিন্ন তথ্য প্রদান করেন। ২৫২ জন গ্রাহকের মধ্যে ১০৯ জন গ্রাহক তথ্য প্রদান করেছেন যে, প্রিপেমেন্ট মিটারে পূর্বে বেশী বিল আসতো অর্থাৎ, ৪৩.৩% তথ্যদাতার বিল পূর্ব থেকে বেশী আসতো। ১২৫ জন অর্থাৎ ৪৯.৬% বিদ্যুৎ গ্রাহক তথ্যদেন যে, তাদের পূর্বের মিটার ব্যবস্থা হতে প্রিপেমেন্ট

মিটারে বিল কম আসে। ১৮ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক তথ্যদানে মনে করেন প্রিপেমেন্ট এবং পোষ্টপেইড মিটারের বিলে কোন পার্থক্য হয় না, এ ধরনের তথ্য দাতা ৭.১%।

টেবিল- ৭.২ প্রিপেমেন্ট মিটারে বিল কম-বেশী হওয়া নিয়ে মতামত:

মিটারের ধরণ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
প্রিপেমেন্ট মিটারে বিল বেশী	১০৯	৪৩.৩%
পোষ্টপেইড মিটারে বিল বেশী	১২৫	৪৯.৩%
বিলের তরতম্য নেই	১৮	৭.১%
সর্বমোট	২৫২	১০০%

৭.১.৩ বিলের সাশ্রয়

প্রিপেমেন্ট মিটারে কোন আর্থিকভাবে সাশ্রয় হয় কিনা এই প্রশ্ন করেছেন ২৫২ জন তথ্যদাতার মধ্যে ৮৫ জন (৩৩.৭%) বলেন যে তাদের আর্থিক সাশ্রয় হয়; আর ৯২ জন (৩৬.৫%) মনে করেন যে তাদের কোন আর্থিক সাশ্রয় হয়না। ৭৫ জন (২৯.৮%) বলেন যে তাদের একই রকম বিল পরিশোধ করতে হয়।

টেবিল- ৭.৩ প্রিপেমেন্ট মিটারে ব্যবহারে আর্থিক সাশ্রয়

উত্তরের ধরণ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
সাশ্রয় হয়	৮৫	৩৩.৭%
সাশ্রয় হয় না	৯২	৩৬.৫%
একই রকম	৭৫	২৯.৮%
সর্বমোট	২৫২	১০০%

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি-মার্চ২০১৯

৭.১.৪ প্রিপে মেন্ট মিটারে অতিরিক্ত বিল প্রদান

২৫২ জন তথ্যদাতারে মধ্যে ৮৯ জন গ্রাহক (৩৫.৩%) বলেন যে, প্রিপেমেন্ট মিটারে তাদের ব্যয় বেশী হয়, অর্থাৎ অতিরিক্ত বিল আসে। ৭৬ জন গ্রাহক (৩০.৫%) মনে করেন তাদের পূর্বের চেয়ে কম বিল আসে। ৮৭ জন গ্রাহক (৩৪.৫%) বলেন তাদের বিল একই রকম আসে।

টেবিল-৭.৪ প্রিপেমেন্ট মিটারে অতিরিক্ত বিল প্রদান

উত্তরের ধরণ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
প্রিপেমেন্ট মিটারে অতিরিক্ত বিল	৮৯	৩৫.৩%
প্রিপেমেন্ট মিটারে কম বিল	৭৬	৩০.২%
একই রকম	৮৭	৩৪.৫%
সর্বমোট	২৫২	১০০%

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি-মার্চ২০১৯

৭.১.৫ প্রিপে মেন্ট মিটারে গড় বিল

উত্তদাতাদের তথ্যমতে প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ বিল আসে ৬০,০০০.০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন বিল আসে ২৫০ টাকা। ২৫২ জনের মধ্যে জনপ্রতি গড় বিল দাড়ায় ৩০১৩.০৫ টাকা।

বিলের মাত্রা	গড় বিল/টাকা
সর্বনিম্ন বিল	২৫০.০০
সর্বোচ্চ বিল	৬০,০০০.০০
গড়	৩০১৩.০৫

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ২০১৯

তথ্য দাতাদের গড় বিল (টাকা)

২৫২ জন গ্রাহকের মধ্যে ৭৩ জন গ্রাহকের (২৯%) বিল এবং ১০০০.০০ টাকার নীচে; ৮৭ জন গ্রাহকের (৩৪.৫%) বিল এবং ১০০০.০০ থেকে ২০০০.০০ টাকার মধ্যে, ২৬ জন গ্রাহকের (১০.৩%) বিল এবং ২০০১.০০ থেকে ৩০০০.০০ টাকার মধ্যে; ২৩ জন গ্রাহকের গড় বিল (৯১%) এবং ৩০০১.০০ টাকা থেকে ৪০০০.০০ টাকার মধ্যে; ১৬ জন গ্রাহকের (৬.৩%) গড় বিল এবং ৪০০১.০০ টাকা থেকে ৫০০০.০০ টাকার মধ্যে; ২৪ জন গ্রাহকের (৯.৫%) বিল এবং ৫,০০০.০০ টাকার উপরে। তিনজন গ্রাহক (১.২%) তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জনান।

টেবিল-৭.৫ প্রিপেমেন্ট মিটারে গড় বিল:

টাকার পরিমাণ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
১০০০.০০ টাকার নীচে	৭৩	২৯%
১০০১.০০-২০০০.০০ টাকা	৮৭	৩৪.৫%
২০০১.০০-৩০০০.০০ টাকা	২৬	১০.৩%
৩০০১.০০-৪০০০.০০ টাকা	২৩	৯.১%
৪০০১.০০-৫০০০.০০ টাকা	১৬	৬.৩%
৫০০০.০০ টাকার বেশী	২৪	৯.৫%
উত্তর দেয়নি	৩	১.২%
মোট	২৫২	১০০%

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৯

৭.১.৬ প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা

প্রিপেমেন্ট মিটার এর বেশ কিছু সুবিধাজনক দিক উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেন। ২৫২ জন উত্তর দাতার মধ্যে ২০০ জনই বলেন, এখানে বিদ্যুতের অপচয় কম হয়। যারা ভাড়া বাড়ীর মালিকরা বিশেষত প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। ১৮০ জন উত্তরদাতা ব্যাংকে যেতে হয় না বলে এতে সময় বাঁচার কথা সুবিধাজনক দিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিলে কোন কারচুপি নেই বলে এদিক থেকে তারা নিশ্চিন্তে থাকেন। মিটার রিডিং ম্যানের সাথে কোন ঝামেলা হয়না।

টেবিল ৭.৬ প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা:

সুবিধাজনক দিক	বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা
বিদ্যুতের অপচয় কম	২০০ জন
ব্যাংকে যাবার ঝামেলা নাই	১৮০ জন
কারচুপি হয় না	১৯০ জন
মিটার রিডিং এর ঝামেলা নাই	২২০ জন

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ২০১৯

৭.১.৭ প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা

১২০ জন গ্রাহক উত্তরে বলেন প্রিপেমেন্ট মিটারে পূর্ব হতে বেশী বিল আসে। ২০০ জন গ্রাহক বলে কার্ড মিটারের জন্য বার বার বিদ্যুৎ অফিসে যেতে হয়। ১৮০ জন গ্রাহক বলেন কার্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ২৩০ জন গ্রাহক উত্তরে বলেন প্রধান অসুবিধা হচ্ছে অতিরিক্ত ভ্যাট প্রদান করতে হয়ে।

টেবিল-৭.৭ প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা:

অসুবিধাজনক দিক	বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা
পূর্বের চেয়ে বেশী বিল আসে	১২০ জন
বারবার রিচার্জ করতে হয়	২০০ জন
কার্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়	১৮০ জন
অতিরিক্ত ভ্যাট প্রদান করতে হয়	২৩০ জন

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ২০১৯

৭.১.৮ প্রিপেমেন্ট মিটার এর সেবার মান উন্নীতকরণে গ্রাহকদের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ

১. ভ্যাট কমানো;

২. অধিক সংখ্যাক বুথ স্থাপন যেখান থেকে প্রিপেমেন্ট কার্ড ক্রয় করা যায়;

৩. বিকাশ/রকেট এর মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রিপেমেন্ট কার্ড ক্রয়ের ব্যবস্থা;

৪. মোবাইল এ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে কার্ড ক্রয়;

৫. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা; এবং

৬. বিদ্যুৎ অফিসে কার্ড রিচার্জের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাথে সহনশীল আচরণ করা।

৭.২ বাণিজ্যিক গ্রাহকদের থেকে প্রাপ্ত মতামত

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনে ব্যবহারকারীদের সুবিধা/অসুবিধা জানার জন্য ৩০টি প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানে উত্তরদাতাদের পরিচিতিমূলক বিষয়সহ প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারীদের সুবিধা-অসুবিধা যাচাই এর জন্য মূল্যায়ন জরীপ চালানো হয়। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রিপেমেন্ট মিটারে সুবিধা-অসুবিধাগত বিষয়াবলী তুলে ধরা হলো:

৭.২.১ প্রিপে মেন্ট মিটার সংযোগকাল

উত্তরদাতাদের তথ্যনুসারে মসজিদ/বিদ্যালয়সমূহ প্রিপেমেন্ট বৈদ্যুতিক মিটার সংযোগ শুরু হয় ২০১৭ সালে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০১৭ সালে ৪টি প্রতিষ্ঠানে প্রিপেমেন্ট সংযোগ মিটার স্থাপিত হয়। ২০১৮ সালে আরও ১৯টি মিটার সংযোজিত হয়।

টেবিল ৭.৮-প্রিপেইড মিটার সংযোগকাল

সংযোগ সময়কাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শতকরা
২০১৭	৪	১৬
২০১৮	১৯	৭৬
উত্তর জানা নাই	২	৮
মোট	২৫	১০০

তথ্যসূত্র: - মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে ২০১৯

৭.২.২ প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা

প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা কি এ বিষয়ে অনেকগুলো বিষয় চিহ্নিত করা হয়। ২৩.১% উত্তরদাতা মনে করেন বিল কম, ৩৪.৬% মনে করেন বিদ্যুৎ ব্যবহার কম লাগে, ১৯.২% মনে করেন বিদ্যুৎ অপচয় কম হয়, ১৩.৫% মনে করেন লাইনে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই, ১.৯% মনে করেন বিলে দুর্নীতি হয় না, ৭.৭% বলে মিটার রিডিং এর ঝামেলা নেই।

টেবিল ৭.৯ প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা

প্রিপেমেন্ট সুবিধাজনক দিক	শতকরা
বিল কম	২৩.১%
বিদ্যুৎ ব্যবহার কম লাগে	৩৪.৬%
বিদ্যুৎ অপচয় কম	১৯.২%
ব্যাংকে লাইনে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই	১৩.৫%
বিলে দুর্নীতি হয় না	১.৯%
মিটার রিডিং এর ঝামেলা	৭.৭%
মোট	১০০%

৭.২.৩ প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা

প্রিপেমেন্ট মিটারের বেশ কিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৮.৯% মনে করেন বিল বেশী আসে, ১৮.৭% বলেন কার্ড রিচার্জ করা অনেক ঝামেলা, ১৩.২% বলেন কার্ড রিচার্জে অধিক সময় ব্যয়, ৩১.৬ ভাগ মনে করেন তাড়াতাড়ি কার্ড শেষ হয়ে যায়। অন্যান্য কারণ (যেমন ভ্যাট বেশী, মেশিন নেই, মেরামত খরচ বেশী ইত্যাদি) উল্লেখ করেন ৩%।

টেবিল ৭. ১০-প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা

প্রিপেমেন্ট অসুবিধাজনক দিক	শতকরা
বিল বেশী	২৮.৯%
কার্ড রিচার্জ করা অনেক ঝামেলা,	১৮.৪%
কার্ড রিচার্জ অধিক সময় ব্যয়,	১৩.২%
তাড়াতাড়ি কার্ড শেষ হয়ে যায়।	৩১.৬%
অন্যান্য	৭.৯%
মোট	১০০%

৭.৩ পোস্ট -পেইড বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকারী(কন্ট্রোল)

যাদের প্রিপেমেন্ট মিটার নেই, ব্যাংকে বা অন্যান্য জায়াগয় বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে তাদের নিকট হতে স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। তারা কি ধরণের সুবিধাভোগ করে বা অসুবিধার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মোট ১০০ জনের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়।

টেবিল ৭.১১ বিদ্যুৎ বিল প্রদানের স্থান

এলাকার নাম	ব্যাংকের সংখ্যা	অন্যান্য	মোট
মালিবাগ/রাজারবাগ	১	০	১
কাজলা	৯	১০	১৯
রমনা	১	০	১
মতিঝিল	১	০	১
মগবাজার	৯	০	৯
আরামবাগ	৪	১	৫
নাখালপাড়া	৩	০	৬
কনাপাড়া	২	০	
স্বামীবাগ লেন রোড	১৯	০	১৯
মোট	৫২	১১	৬৩

৭.৩.১ প্রিপেমেন্ট মিটারের বিল সংগ্রহ

পোস্ট-পেইড গ্রাহকরা প্রিপেমেন্ট মিটারে আগ্রহী বেশী সে বিষয়ে জানতে চাইলে ১০০ গ্রাহকের মধ্যে ৪৫ জন গ্রাহক প্রিপেমেন্ট মিটার এর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাকী ৫৫ জন প্রিপেমেন্ট মিটারে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন।

টেবিল৭.১২-প্রিপেমেন্ট মিটারের বিল সংগ্রহ

মিটারের ধরণ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা হার
প্রিপেমেন্ট মিটার সংগ্রহ	৪৫	৪৫%
পোস্ট-পেইড মিটার সংগ্রহ	৫৪	৫৪%
মতামত নাই	১	১%
মোট	১০০	১০০%

৭.৩.২ প্রিপেমেন্ট মিটার এ স্থানান্তর আগ্রহী না হবার কারণ

১০০ জন পোস্ট-পেইড মিটার গ্রাহক প্রিপেমেন্ট মিটারে স্থানান্তর না হতে চাওয়ার কারণ নিম্নরূপ:

টেবিল ৭.১৩ প্রিপেমেন্ট মিটার এ স্থানান্তর আগ্রহী নাহওয়া

প্রিপেমেন্ট মিটারে স্থানান্তরের কারণ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
পোস্ট-পেইড স্থানান্তর নেই	৩	৩%
প্রিপেমেন্ট ব্যবহার জটিল	২৪	২৫%
বিদ্যুৎ বিল বেশী	৯	৯%
পোস্ট-পেইড এ রিডিং দেখে বিল দেয়া যায়	৯	৯%
উত্তর নাই	৫৫	৫৫%
মোট	১০০	১০০%

৭.৩.৩ পোস্ট -পেইড মিটারের সুবিধাজনক দিকসমূহ

পোস্ট-পেইড মিটার গ্রাহকদের মতে বেশ কিছু পোস্ট-পেইড বিলিং এর সুবিধাজনক দিক রয়েছে, যা নিম্নে সারণির মধ্যে দেখানো হয়েছে:

টেবিল ৭.১৪ পোস্ট-পেইড মিটারের সুবিধা

পোস্ট-পেইড মিটারের সুবিধাসমূহ	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকতা
একবারেই বিল দেয়া যায়	৬২	৬২%
বাড়ীর মালিকের ঝামেলা নাই	৬	৬%
বিদ্যুৎ বিল কম আসে	১৬	১৬%
বিল কম	১১	১১%
দেরী করে বিল দেয়া যায়	৫	৫%
মোট	১১০	১০০%

৭.৩.৪ প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবস্থা উন্নীতকরণে সুপারিশসমূহ

প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবস্থা উন্নীতকরণে নিম্নলিখিত সুপারিশের প্রস্তাবনা করেন

- কার্ড ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুথ ব্যবস্থা করা;
- প্রিপেমেন্ট মিটারে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা;

- বিকাশ/রকেট এর মাধ্যমে কার্ড রিচার্জ এর ব্যবস্থা করা;
- এজেন্ট এর মাধ্যমে রিচার্জ করা;
- মোবাইল এ্যাপ এর মাধ্যমে কার্ড রিচার্জ করা;
- ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে কার্ড রিচার্জ করা;
- বিদ্যুতের মান বাড়ানো এবং
- সার্ভিস চার্জ না রাখা।

৭.৩.৫ প্রিপে মেন্ট মিটার না পাওয়ায় অভিমত

প্রিপেমেন্ট মিটার না পেয়ে তারা বঞ্চিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪১ ভাগ মনে করেন তারা বঞ্চিত আর ৫৭ ভাগই মনে করেন তাদের বর্তমান বিলিং সিস্টেমই ভাল।

টেবিল ৭.১৫-মিটার না পাওয়ায় অভিমত

প্রিপেমেন্ট মিটার না পেয়ে কি তারা বঞ্চিত?	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪১	৪১%
না	৫৭	৫৭%
উত্তর নাই	২	২%
মোট	১০০	১০০%

৭.৩.৬ প্রিপে মেন্ট মিটার এর সুবিধা এবং অসুবিধা

প্রিপেমেন্ট মিটার সম্পর্কে কন্ট্রোল গ্রাহকগণ বেশ কিছু সুবিধাজনক দিক উল্লেখ করেন এগুলো হচ্ছে:

১। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এসেছে;
২। বিদ্যুতের অপচয় কম হয়;
৩। বিল বকেয়া থাকেনা এবং
৫। মিটার রিডিং ম্যানের দরকার পরেনা।

প্রিপেমেন্ট মিটার সম্পর্কে কন্ট্রোল গ্রাহকগণ বেশ কিছু অসুবিধাজনক দিক উল্লেখ করেন এগুলো হচ্ছে:

১। মিটার লক বা নষ্ট হলে তার দায় গ্রাহককে নিতে হয়। মেরামতের সার্ভিস চার্জ গ্রাহকের পকেট থেকে যায়। অনেক সময় মেরামতকারী আসতে দেরী করে, অনেক অসুবিধা হয়;

২। রিচার্জ বুথে দীর্ঘ লাইন হয়, সময়বেশী লাগে;

৩। শুক্র ও শনি/ অফিস ছুটির দিনে রিচার্জ করা যায়না; এবং

৪। মেরামতকারীরা ৫০০-১০০০ টাকার নীচে কাজ করেনা।

৭.৩.৭ সুপারিশ

প্রিপেমেন্ট মিটার এর সেবার মান উন্নয়নে কন্ট্রোল গ্রাহকগণ যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ

১। বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;

২। ছুটির দিনগুলোতে যাতে রিচার্জ করা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে;

৩। বিকাশ, রকেট , ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে রির্চাজের সিস্টেম করা;

৪। রিচার্জ অতিরিক্ত চার্জ কর্তন বন্ধ করা;

৫। মিটার মেরামত/পরিবর্তন চার্জ গ্রাহকের নিকট থেকে না নেয়া;

৬। নতুন প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারীদের জন্য সচেতনতামূলক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা;

৭। প্রিপেমেন্ট সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা এবং

৮। ২৪ ঘন্টা/৩৬৫ দিন কার্ড রিচার্জের ব্যবস্থা করা।

৭.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/মসজিদে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় ডিপিডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রিপেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ফাইভ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি” শীর্ষক প্রকল্পটি (ক) কোনরূপ বকেয়া বিল ছাড়া ১০০% রাজস্ব অগ্রিম আদায়; (খ) গতানুগতিক মিটার রিডিং এর ঝামেলা এড়িয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক সেবা নিশ্চিত করা ; (গ) ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন , ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে সাফ্যলের সাথে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটির সুফল এবং ব্যর্থতা কতটুকু সে লক্ষ্যে প্রকল্পটিকে প্রভাব মুল্যায়ণের লক্ষ্যে পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার জন্য ডিপিডিসি’র আওতাভুক্ত এলাকায় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদে প্রিপেমেন্ট গ্রাহক সংযোগকারীগণের সুবিধা/অসুবিধা জানার জন্য ২০টি প্রতিষ্ঠানে উত্তরদাতাদের পরিচিতিমূলক বিষয়সহ প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারীদের সুবিধা-অসুবিধা যাচাই এর জন্য সর্বমোট ২০টি প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন জরীপ চালানো হয়। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রিপেমেন্ট সুবিধা-অসুবিধাগত বিষয়াবলী তুলে ধরা হলো:

৭.৪.১ প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগের সময়কাল

ডিপিডিসি’র আওতায় তেজগাঁও, খিলগাঁও, গেন্ডারিয়া, সিদ্ধেশ্বরী, শন্তিনগর এবং শাহজানপুর এলাকায় মোট ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের তথ্যনুসারে মসজিদ/বিদ্যালয়সমূহে প্রিপেমেন্ট বৈদ্যুতিক মিটার সংযোগ শুরু হয় ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শেষ করা হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০১৭ সালে ৪টি প্রতিষ্ঠানে এবং জুন ২০১৮ সালে ১৬টি প্রতিষ্ঠানে প্রিপেমেন্ট সংযোগ মিটার স্থাপন করা হয়।

৭.৪.২ প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা

প্রিপেমেন্ট মিটারের সুবিধা কি এ বিষয়ে অনেকগুলো বিষয় চিহ্নিত করা হয়। ২০টি প্রশ্নপত্র নিয়ে জরিপের মধ্যে ০৮ জন উত্তরদাতা (২৩.১%) মনে করেন প্রিপেমেন্ট মিটারে পূর্বের মিটারের তুলানায় বিল বেশী আসে। অপর দিকে ১২জন উত্তরাদাতা তাদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিপেমেন্ট মিটারে পূর্বের মিটারের তুলনায় বিদ্যুৎ বিল কম হয়।

উত্তরদাতারা মনে করেন বর্তমানে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ প্রদানের পর বিদ্যুৎ গ্রহাককরা ১০০% বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রতি সাশ্যয়ী, অপচয় এবং দূর্নীতি রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে ফলে বর্তমান মিটারে বিল কম আসছে। তাঁরা আরো মনে করেন ব্যাংকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই, মিটার রিডিং এর ঝামেলা নেই। অগ্রীম বিল পরিশোধের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নের কোন চিন্তা নেই। ।

৭.৪.৩ প্রিপেমেন্ট মিটারের অসুবিধা

প্রিপেমেন্ট মিটারের বেশ কিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন । কার্ড রির্চাজ করা অনেক ঝামেলা; কার্ড রির্চাজে অধিক সময় ব্যয় হয়; ভ্যাট বেশী, মেশিন নেই, মিটার মেরামত করা অধিক সমস্যার করা উল্লেখ করেন।

৭.৪.৪ মতামত/সুপারিশ:

বিদ্যুৎ সংযোগকারী সকলেই প্রিপেমেন্ট মিটারের ব্যপারে অনেগুলি সুপারিশ/মতামত প্রদান করেন যেমন- ১। বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে; ২। ছুটির দিনগুলোতে যাতে রিচার্জ করা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে; ৩। বিকাশ, রকেট , ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে রির্চাজের সিস্টেম করা; ৪। রিচার্জ অতিরিক্ত চার্জ কর্তন বন্ধ করা; ৫। মিটার মেরামত/পরিবর্তন চার্জ গ্রাহকের নিকট থেকে না নেয়া; ৬। নতুন প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যবহারকারীদের জন্য সচেতনতামূলক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা; ৭। প্রি মিটার সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা; এবং ৮। মসজিদগুলোর জন্য মিটার চার্জ কম করলে ভাল হয়।

৭.৫ দলীয় আলোচনা (এফজিডি) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষন

সমীক্ষায় গুণগত পদ্ধতি হিসেবে দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং কেআইআই ব্যবহার করা হয়েছে। ৫টি এনওসিএস এলাকার নমুনা এলাকা থেকে ৫টি এবং কন্ট্রোল এলাকা থেকে ১টি এফজিডি করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট এফজিডি সংখ্যা হ য়েছে ৬টি। এফজিডিতে খানা পর্যায়ের গ্রাহক ও বাণিজ্যিক পর্যায়ের গ্রাহকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। প্রতি এফজিডিতে ৮-১০ জন মহিলা/পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিটি

FGD প্রকল্প এলাকা এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পারে এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারে। এফজিডি সভা একজন সঞ্চালক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপর সভায় আগত সকলকে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হ য়েছে। প্রস্তাবিত এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হয়েছে এবং গাইডলাইন উল্লেখিত সূচক অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার ৫টি এলাকায় প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগের ফলে সুফলভোগীদের নিয়ে ৫ টি দলীয় আলোচনা করা হয় । আলোচনার সময় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকে প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের ব্যাপারে বলেন , প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে আনুমানিক ২ বছর পূর্বে এই এলাকাতে।

ডিপিডিসি'র আওতাভুক্ত এলাকা থেকে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহ ণকারীরা জানিয়েছেন যে প্রিপে মেন্ট মিটার সংযোগের ফলে বিল আগের তুলনায় কম আসে। তাঁরা আরো জানান তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্ড রিচার্জ করতে পারেন। এতে করে অপচয় কম হয়। পূর্বথেকেই ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে লাইনে দাড়িয়ে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই। বিল বেশী হলে মাসে একসাথে পরিশোধের চাপ নেই আবার মাসের যে কোন সময় যে কোন মূল্য মানের অর্থ রিচার্জ করা যায়।

প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগপ্রাপ্ত অংশগ্রহ ণকারীরা কেউ কেউ আবার জানিয়েছেন বিকাশের মাধ্যমে রিচার্জ চালু করা/অনলাইন রির্চাজ সিস্টেম চালু করা হলে প্রিপেমেন্ট মিটার ব্যাবহার আরো সুবিধাজনক হবে। অংশগ্রহণকারীরা কেউ কেউ আবার রিচার্জের পরিমানে কোন লিমিট না রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

কন্ট্রোল গ্রুপের সাথে করা এফজিডি -তে অংশগ্রহ ণকারী ব্যক্তিদের নিকট হতে জানা যায় যে তাদের এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা যেখানে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ রয়েছে , তাদের মাসিক ব্যয় মিটার সংযোগবিহীন গ্রাহকদের ব্যয় তুলনায় কম। তাদের বিল দেবার জন্য ব্যাংকে যেতে হয়। দীর্ঘ সময় লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়/সময় অপচয় হয়। তাছাড়া সময়মত বিল দেওয়া হয় না/বিল বকেয়া হয়।

কন্ট্রোল গ্রুপের অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মত প্রকাশ করেন যে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগ পেলে তাদের মাসিক ব্যয় কমবে।

কন্ট্রোল গ্রুপের কোন কোন অংশগ্রহণকারী নিজেদের সুবিধা বঞ্চিত মনে করেন।

প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগের ব্যাপারে তাদের পরামর্শ জানতে চাইলে তাদের অনেকেই মনে করেন যে , মিটার সংযোগে বিল কম হবে। তাছাড়া কন্ট্রোল গ্রুপের সকল এফজিডি -তে সকল অংশগ্রহণকারীরা অতিসত্বর তাদের এলাকায় প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগের প্রত্যাশা করেন।

৭.৬ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

মতবিনিময় সভার স্থান: ডিপিডিসি, তেজগাঁও এনওসিএস

সভার তারিখ: ১৩-৩-২০১৯

সভার সময়: ১১ ঘটিকা

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের পরিচিতি

১) পুলক কান্তি বড়ুয়া, পরিচালক, আইএমইডি
২) মোঃ তাওসীফ রহমান, পরিচালক, আইএমইডি
৩) মোঃ গিয়াস উদ্দিন জোয়ার্দার, প্রকল্প পরিচালক, প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প
৪) কে এম হাসান, টিম লিডার, ইউনিক এন্টারপ্রাইজ
৫) তানজিলা হক, পরিসংখ্যানবিদ, ভেনাস কন্সাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড
৬) মোহাম্মদ জাবেদুর রহমান, পরিচালক, ভেনাস কন্সাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড
৭) মোঃ আব্দুল আলিম সুমন, বিসনেস ডেভলপমেন্ট অফিসার, ভেনাস কন্সাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড

চিত্র: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে টিম লিডার, কে এম হাসান উপস্থিত সম্মানীত সুধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত সুধীকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য

সম্পর্কে উপস্থিত সুধীমন্ডলীকে অবহিত করেন এবং এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রত্যাশা করেন।

মোস্তাক আহমেদ বলেন তার ৪ টা হল্ডিং সিঙ্গেল ফেস সঙ্গাযোগ আছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিভিন্ন স্লাবে এ তার বিল বেশী মনে হয়। তিনি তার ৪ টি হোল্ডিং এর জন্য আরো মিটার দাবি করেন। তবে প্রি-পেমেন্ট পদ্ধতিতে বেশী সন্তোষ প্রকাশ করেন।
এর জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন এনার্জি রেগুলেটিং কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী বিল এর স্লাব নির্ধারিত, এখানে বিশেষ কিছু করার নেই, তবে মিটার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেন।

মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন রিচার্জ এ সমস্যা হয় এ ছাড়া ওয়্যারিং সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলে সেবা পেতে বিলম্ব হয় বলে অভিযোগ করেন।
উপস্থিত নির্বাহী প্রকৌশলী তা দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন।

জামাল হোসেন তার নতুন দোকানে মিটার সংযোগের দাবি করেন। তিনি বাসায় প্রি-পেমেন্ট পদ্ধতির মিটার ব্যবহার করেন এবং এতে তিনি বেশ সন্তুষ্ট।

স্বপন আহমেদ বলেন ছুটির দিনে রিচার্জের ব্যবস্থা এবং রাতের বেলায় রিচার্জ ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত।
এর উত্তরে প্রকল্প পরিচালক বলেন ছুটির দিন এবং রাতের বেলার কথা বিবেচনা করে বর্তমানে চালু করা আছে এবং তা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

রফিকুল ইসলাম বর্তমান পদ্ধতিতে বিদ্যমান ভ্যাট এর পরিমাণ হ্রাস করার ব্যাপারে অনুরোধ করেন। এছাড়া কর্মশালায় আগত সকল স্তরের গ্রাহক প্রি-পেমেন্ট পদ্ধতির প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সভার প্রধান অতিথি তার সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং তার বক্তব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এরই মাধ্যমে কর্মশালাটি সমাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

(১) **প্রকল্প কাজের অগ্রগতি:** প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ও পিসি আর-এর সন্নিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত সকল (১০০%) ভৌত কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১০৫৭০.৬০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ১০০%।

(২) **প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ও ব্যয় বৃদ্ধি:** প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনায় সম্পূর্ণ কাজ ৩০ মাসে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছিল এবং প্রকল্প সম্পাপ্তির তারিখ ছিল ৩০ জুন ২০১৭। প্রকল্পের প্রথম সময় বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছিল জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন সময়কাল (জানুয়ারী ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮) মূল ডিপিপি এর সময়কালের তুলনায় ৪০% বেশি ।

(৩) **প্রকল্পের সমাপ্ত কাজের বর্তমান অবস্থা** প্রকল্পের সকল অঙ্গ বর্তমানে কার্যকর অবস্থায় আছে।

(৪) **ক্রয় প্রক্রিয়া:** প্রকল্প দপ্তর হতে ক্রয় সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সিপিটিইউ এর নমুনা মোতাবেক সংগৃহীত তথ্য সমূহ সংযোজনীতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে । প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা পূর্বক দেখা যায় যে দরপত্র আবেদনের পর তিনবার দরপত্র দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ বর্ণিত ক্রয় প্রক্রিয়া একবার স্থগিত করা হয়েছে। ফলে দরপত্র আহবানের তারিখ হতে দরপত্র গ্রহনের জন্য ২৫০ দিন প্রদান করা হয়েছে । দরপত্র গ্রহনের পর দরপত্র মূল্যায়নে ১২০ দিন সময় লেগেছে (পিপিআর বিধি/রুল অনুযায়ী দুই সপ্তাহ লাগার কথা)। প্রকল্প দপ্তরের নথি পিপিআর এর বিধি/রুল অনুযায়ী পাওয়া যায়নি। দরপত্র দলীল সমূহ গ্রহণের পর মূল দরপত্র দলীল/ বিড বন্ড ইত্যাদি রাখার জন্য কোন আরকাইভ এর ব্যবস্থা ডিপিডিসিতে নেই। পিপিআর বিধি অনুযায়ী নেওয়া (NOA) প্রদানের তারিখ হতে ২৮ দিনের মধ্যে চুক্তি সাক্ষরের বিধান থাকলে ও অনুসরণ করা হয়নি।

(৫) **নির্মিত অবকাঠামোর নিয়মিত তদারকি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ:** প্রকল্পের অঙ্গগুলো রীতিমত তদারকি , মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মত না হলে অবকাঠামোগুলো কার্যক্ষমতা হ্রাস পাবে । প্রকল্পের সমাপ্ত কাজগুলো সঠিকভাবে কার্যকর রাখতে ডিপিডিসি এর বিদ্যমান চুক্তির আওতায় সরবারহকারী ও ইপিসি ঠিকাদার মেসার্স হেকজিন, চায়না আগামী ৩ (তিন) বৎসর প্রকল্পের কাজের রক্ষণাবেক্ষণ এর দ্বায়িত্ব পালন করবে। পাশাপাশি

তারা ডিপিডিসি 'র সং শ্লিষ্ট NOCS এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষ ণের ব্যবস্থা করবে যা তে পরবর্তী কার্যক্রমে কোন অসুবিধা না হয়।

(৬) **প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা:** প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। প্রকল্প পরিকল্পনায় অনেক ঘাটতি দৃশ্যমান হয়েছে।

(৭) **গ্রাহক প্রদেয় কার্ড এর সংরক্ষণ:** মিটার রিচার্জ করার জন্য ব্যবহৃত কার্ড সংরক্ষণ ও হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া কার্ড প্রতিস্থাপনের জন্য স্থাপিত মোট মিটারের ১০% বেশী কার্ড অতিরিক্ত (Reserve) হিসেবে ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাহক যাতে যত্ন সহকারে কার্ড সংরক্ষণ করেন তার জন্য গ্রাহককে সতর্ক করা হয়েছে । যদি কোন গ্রাহক কার্ড হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলে তবে তার জন্য নির্দিষ্ট টাকায় জমা প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় কার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে ।

(৮) **প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব** ডিপিডিসি-এর বর্তমান জনবলের আকার, তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সেবা অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের অঙ্গগুলো কার্যকর রাখা কঠিন হচ্ছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, জনবল কম থাকার কারণে একজন প্রকৌশলী একাধিক বিভাগ বা প্রকল্পের দায়িত্ব কর্মরত ও ব্যস্ত থাকছেন, যার ফলে সকল কাজ বিশেষ করে এ প্রকল্পের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলো ঠিকমত সম্পন্ন করতে মাঝে মধ্যে সমস্যা হচ্ছে।

(৯) **মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবলের অভাব**: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিপিডিসি এর বিদ্যমান জনবলের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(১০) **সিস্টেম লস হ্রাস:** প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের পূর্বে তেজগাঁও NOCS এর সিস্টেম লস ১৮% ছিল বলে নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেন। প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের পর সিস্টেম লস বর্তমানে শূন্যের নীচে নেমে এসেছে, যাহা বাস্তবে অসম্ভব । সিস্টেম লসের মূলত তিনটি Component । সিস্টেম লস=টেকনিক্যাল লস (৪-৫%)+কমার্শিয়াল লস (মিটার টেম্পারিং , মিটার ঘোরানো , লেজার এ কম লেখা ইত্যাদি)+পিলফারে স্ব। প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপনের ফলে কমার্শিয়াল লস ও পিলফারে স্ব বন্ধ হতে পারে । তবে ৪-৫% টেকনিক্যাল লস বিদ্যমান থাকবে । ফলে সিস্টেম লস শূন্য বা শূন্যের নীচে নামা অবাস্তব।

(১১) **Smart মিটার স্থাপন:** বর্তমানে স্থাপিত Prepayment মিটারে গ্রাহক বিদ্যুৎ ক্রয় করে মিটার কার্ড দ্বারা রিচার্জ করে । মাস শেষে উক্ত মিটার Balance Unit বেনডিং ষ্টেশনে কোন রেকর্ড নেই। ফলে প্রতিটি NOCS এ MOD তে এ মাসে কত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়েছে এবং গ্রাহক কর্তৃক অগ্রিম কত ইউনিটের বিদ্যুৎ ক্রয়

করেছে তাহার পরিসংখ্যান নেই। বর্তমানে স্থাপিত মিটারের পরিবর্তে যদি স্মার্ট মিটার (মডেমসহ) স্থাপন করা যায় তবে consumed Unit সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব এবং প্রকৃত system loss নিরুপণ করা সম্ভব ।

(১২) **অধিক রাজস্ব আদায় :** বিভিন্ন NOCS এর ভেন্ডিং সেন্টার পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে বেশকিছু গ্রাহক একত্রে ৪/৫ মাসের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ অগ্রিম ক্রয় করে থাকে। বারে বারে স্টেশনে না আসার জন্য। ফলে ঐ সকল গ্রাহকের অগ্রিম টাকা কয়েক মাস ডিপিডিসি এর হিসাব এ জমা থাকছে। ডিপিডিসি সিস্টেম লস এর হিসাবের সময় প্রতিমাসে ব্যবহৃত (Consumed Unit) এর সাথে অতিরিক্ত জমা টাকাও একীভূত করায় সিস্টেম লস শুন্যের নীচে নেমে এসেছে বলে ধারণা করা যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রতি মাসে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ একটি NOCS আমদানী করে এবং যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উক্ত NOCS গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে তার ভিত্তিতে সিস্টেম লস হিসাব হওয়া উচিত। অগ্রিম টাকা অবশ্যই আলাদা ভাবে প্রতিমাসের MOD তে প্রদর্শন করা প্রয়োজন। তবেই প্রকৃত সিস্টেম লস নিরূপন করা যাবে।

(১৩) **NOCS এ বিদ্যমান সকল গ্রাহক প্রি-পেমেন্ট মিটারিং এর আওতায় না আসা :** প্রকল্পটিতে NOCS এ বিদ্যমান সকল গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্পের আওতায় আনা হয়নি এবং ভবিষ্যতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কি করা হবে তাও স্পষ্ট করা হয়নি।

(১৪) **অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদানের জন্য গ্রাহককে Incentive প্রদান:** ডিপিডিসি প্রিপেমেন্টে মিটার ব্যবহারকারীকে ১% হিসেবে রিবেট প্রদান করে থাকে । গ্রাহকের এক মাসের বিদ্যুৎ বিল অগ্রিম প্রদানের জন্য হয়তবা ১% রিবেট দেওয়া হয় বলে NOCS এর কর্মকর্তাদের অভিমত কিন্তু কিছু গ্রাহক ৩-৪ মাসের অগ্রিম বিদ্যুৎ ক্রয় করে থাকে । তাহাদের এই অগ্রিমের জন্য কোন Incentive প্রদান করা যেতে পারে । এখানে উল্লেখ্য যে প্রচলিত নিয়মে গ্রাহক যদি কোন ইউটিলিটির বিল ১ বা অধিক মাসের বকেয়া রাখে তখন গ্রাহককে নির্দিষ্ট পরিমান জরিমানা প্রদান করতে হয় । তাই অগ্রিমের জন্য গ্রাহককে incentive প্রদান যুক্তিযক্তু।

(১৫) **প্রকল্প কাজে এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ:** প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প এলাকার জনসাধারণ (পুরুষ ও মহিলা উভয়ই) সরাসরি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের সাথে সংযুক্ত ছিল।

(১৬) **ডিপিডিসি'র প্রকৌশলী এবং টেকনিশিয়ানগণের দক্ষতা বৃদ্ধি :** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ডিপিডিসি'র প্রকৌশলী এবং টেকনিশিয়ানগণ স্থানীয় এবং আন্তজার্তীক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান

লাভ করেন এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন, যা পরবর্তীতে অপারেশন এবং ম্যানটেনেন্স কার্যকর ভূমিকা রাখে।

(১৭) **আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ:** ডিপিডিসি গ্রামীণ ফোন এবং ব্যাংকের মাধ্যমে ভ্যান্ডিং চালু করেছে। এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

(১৮) **আর্থ-সামাজিক প্রভাব :** প্রকল্পটির দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, হস্ত ও কুঠির শিল্পের উন্নতি, প্রাণী সম্পদ, পোলট্রি খামার ইত্যাদি বিকশিত হওয়ার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভবনার সৃষ্টি হয়েছে, যা দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক হবে।

(১৯) **পরিবেশের ওপর প্রভাব:** আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবশেরে ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

(২০) **ডিপিডিসি'র প্রতি স্থানীয় গ্রাহকের প্রত্যাশা:** গ্রাহক জনের প্রত্যাশা প্রতি ৭/২৪ এ বিচার্জ এর সুবিধা বৃদ্ধি। গ্রাহকের তার চাহিদা মোতাবেক মিটার সহ সংযোগ প্রদান। বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি সংঘঠিত হলে নুন্যতম সময়ে উহার মেরামতের ব্যবস্থা করা ।

সুপারিশ/মতামত

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনাকালে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নে বর্ণিত সুপারিশ প্রদান করা হল

(ক) প্রি-প্রেমেন্ট মিটার, ভেন্ডিং স্টেশন ও কার্ড সমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। গ্রাহক যাতে পর্যায়ক্রমে ২৪/৭ সেবা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) স্থাপিত মিটার সমূহ ত্রুটি মুক্ত রাখতে হবে এবং প্রতি ৬ মাস পরপর স্থাপিত মিটার সমূহের Calibration করতে হবে এবং গ্রাহককে তা অবহিত করতে হবে। এতে সংস্থার প্রতি গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

(গ) এই প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ১,৩১,০০০ টি মিটার ৫টি NOCS এ শতভাগ স্থাপিত হয় নাই। ফলে একই ফিডার এ ডিজিটাল মিটার ও প্রি -পেমেন্ট দ্বারা রাজস্ব আদায় হচ্ছে। অতি দ্রুত বাকী গ্রাহকদের প্রি -পেমেন্ট এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে এই ৫টি NOCS এ শতভাগ প্রি-পেমেন্ট এর আওতায় আনতে হবে।

(ঘ) শিল্প গ্রাহকদের ও প্রি-পেমেন্ট এর আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

(ঙ) গ্রাহকদের Quality and un-interrupted বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের লক্ষে Maintenance Gang বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে গ্রাহকগণ অভিযোগ প্রদানের নুন্যতম সময়ের (১/২ ঘন্টা) মধ্যে প্রাপ্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়।

(চ) পরবর্তী প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনে Smart মিটার স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। যাতে প্রতিমাসে গ্রাহক কত বিদ্যুৎ খরচ করছে এবং ৩ /৪ মাসের বিল একমাসে recharge করলে মিটারে কত ইউনিট /টাকা জমা আছে তার হিসাব পাওয়া যায়। উক্ত হিসাবের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি NOCS এর MOD তৈরি ও System Loss এর প্রকৃত হিসাব তৈরি করা যায়।

(ছ) পরবর্তী প্রি-পেমেন্ট মিটারের রিচার্জ যাতে অতি সহজে মোবাইল, এজেন্ট, ব্যাংক হতে ২৪ ঘন্টায় গ্রাহক সেবা নিতে পায় তার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

(জ) পিপিআর/পিপিএ এর শর্তানুসারে প্রকল্পের সকল নথি সংরক্ষণে পিপিআর এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Evaluation সম্পন্ন করার জন্য ডিপিডিসিকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

(ঝ) ইপিসি ঠিকাদার এর ৩ বৎসর সংরক্ষণের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর প্রশিক্ষিত জন বল দ্বারা ভেন্ডিং স্টেশন পরিচালনা, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ডিপিডিসিকে গ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) যুগপোযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যুগপযোগী কর্ম -পরিকল্পনা করতে হবে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ঝুঁকিগুলো সনাক্ত করা যাবে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করার ক্ষেত্রে আরো সচেতন হতে হবে।

(ট) প্রকল্প ব্যয় ও সময়সীমা বৃদ্ধি রোধকল্পে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প মূল প্রস্তাবনা অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য সময়মতো কঠোর তদারকিসহ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর ফলে প্রকল্পে ব্যয়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে ।

(ঠ) বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে যে কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর ক্রয় দলিল ও কাগজপত্র মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিস হতে সংগ্রহ করে একত্রিতভাবে প্রধান কার্যালয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা (সম্ভব হলে স্ক্যান করে ডিজিটাল আকারে) করা যেতে পারে, যাতে করে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহারের নিমিত্ত সরবরাহ করা যায়। এগুলো সংরক্ষণের জন্য আলাদা শাখা চালু করা যেতে পারে ।

(ড) প্রকল্প পরিচালকে প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প কার্যক্রম ব্যতিত অন্য কোন দাপ্তরিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত না করা। প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প কার্যক্রম ব্যতিত অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া প্রকল্পের অগ্রগতির জন্য সহায়ক নয়।

(ঢ) ভবিষ্যতে মিটারিং টেম্পারিং রোধে এবং সিস্টেম লস হ্রাসের কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিদ্যুৎ গ্রাহককে প্রিপেমেন্ট মিটার সংযোগের আওতায় আনা হলে বিদ্যুতের সিস্টেম লস ও গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর-৩

পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

Beneficiary Questionnaire

প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রকল্পের উপকারভোগীদের মূল্যায়ন জরিপ।

জরিপ ও সমীক্ষার উদ্দেশ্য

আসসালামু আলাইকুম,

“প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রোজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি” প্রকল্প নির্মান কাজ স্থানীয় বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগে র অধীনে ডিপিডিসি কর্তৃক ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় (খিলগাঁও, তেজগাঁও, রাজারবাগ, স্বামীবাগ ও কাজলা এনওসিএস) এলাকায় জানুয়ারী ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১০৫৭০.৬১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক সমীক্ষার কাজে এ প্রকল্প সম্পর্কে আপনাদের মতামত সংগ্রহ করতে এসেছি। আপনারা অবহিত আছেন যে, দেশ তথা জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। সরকার দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং ঢাকা শহরে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়ার লক্ষে খিলগাঁও, তেজগাঁও, কামরাঙ্গীচর, স্বামীবাগ ও কাজলা এই ৫ টি এলাকায় প্রি-পেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতি চালু করেছে করেছে।আপনাদের এলাকায় নির্মিত উপরোক্ত প্রভাব মূল্যায়ন এর জন্য আমরা আপনাদের কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করব। আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক বের করতে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রাহকের প্রশ্নপত্র (আবাসিক)

ভূমিকাঃ

জরীপে অংশগ্রহণকারীর অনুমতি গ্রহণঃ

অধ্যায়-এ-১.

এ-১. উত্তরদাতার নাম :.....

এ-২. উত্তরদাতার পিতা/ স্বামীর নাম :.....

এ-৩. উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নাম্বার : .....

এ-৪. লিঙ্গ : ১= পুরুষ ২= মহিলা

এ-৫. উত্তরদাতার বয়স :..... বছর

এ-৬. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ) : ..... শ্রেণী

এ-৭. উত্তরদাতার মূল পেশাঃ

১= কৃষি/ গৃহস্থি,২=ছোট ব্যবসা/ফেরিওয়ালা ৩= ব্যবসা/দোকান, ৪=সরকারী চাকুরী,
৫=বেসরকারী চাকুরী,৬= অবসরপ্রাপ্ত,৭= গৃহিনী/বেকার,৮=অন্যান্য.....

এ-৮. বাসায় প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ আছে কি না ? : ১=হ্যাঁ ২=না

এ-৯. আবাসস্থলের মালিকানা : ১= নিজস্ব,২=ভাড়া , ৩= অন্যান্য)

এ-১০. জেলার নাম: ..... উপজেলার নাম : .....

এ-১১. ওয়ার্ড: ..... এলাকা নাম :.....

এ-১২. জেলা/ উপজেলা কোডঃ ..... ক্লাস্টার কোডঃ .....

অধ্যায়-বি:

বি-১. আপনি কত সালে প্রি-পেমেন্ট বিদ্যুৎ মিটার পেয়েছেন?

বি-২. প্রি-পেমেন্ট মিটার বর্তমানে সচল আছে কি না?

বি-৩. বর্তমানে প্রি-পেমেন্ট মিটারে কি বিলের পরিমাণ পূর্ব হতে বেশী না কম? বেশী ☐ কম ☐

বি-৪. বর্তমানে বিদ্যুৎতের জন্য মাসে কত টাকা খরচ হয়?

বি-৫. প্রি-পেমেন্ট মিটার পাওয়ার ফলে কি কোন আর্থিক ক্ষতি বা সাশ্রয় হয়েছে?

বি-৬. (উত্তর হ্যা হলে) মাসিক কত টাকা সাশ্রয় হয়েছে?

বি-৭. প্রি-পেমেন্ট মিটার পাওয়ার ফলে কি বেশী খরচ হচ্ছে?

(উত্তর হ্যা হলে) মাসিক কত টাকা বেশী হচ্ছে?

বি-৮. প্রি-পেমেন্ট মিটারের? সুবিধা কি কি?

১. বিদ্যুৎ বিল কম আসে।

২. নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়।

৩. লাইনে দাড়িয়ে ব্যাংকে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই।

৪. পূর্ব থেকেই বিল সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

৫. সংযোগ বিচ্ছিন্নের চিন্তা নেই, অফিসের ঝামেলা কম হয় ।

৬. অফিসে গিয়ে খুব সহজেই প্রিপেইড কার্ড ক্রয় করা যায়।

৭. বিদ্যুৎ খরচ কম হয়।

৮. অন্যান্য।

বি-৯. প্রি-পেমেন্ট মিটারের অসুবিধা কি?

১. বিদ্যুৎ বিল বেশী আসে।

২. কার্ড ক্রয করতে অফিসে অসুবিধা হয়।

৩. কার্ড এর জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়।

৪. বারে বারে কার্ড কিনতে অফিসে যেতে হয়।

বি-১০. বর্তমানে বিদ্যুতের কোন সমস্যা আছে কি ? থাকলে কি কি ?

২.

৩.

বি-১১. আপনি কোন ধরনের বিল ব্যবস্থা পছন্দ করেন?

১. প্রি পেইড

২. পোস্ট পেইড বিল

বি-১২. উত্তর প্রি পেইড হলে-কেন ?

১. যে কোন মূল্য চার্জ করা যা।

২. বেশী বিল হলে মাস একসাথে পরিশোধের চাপ নেই।

৩. মাসের যেকোন সময় কোন মূল্য রিচার্জ করা যায়।

৪. লাইনে দাড়িয়ে পরিশোধের সময় বেশী লাগে, যা এখানে লাগবে না।

বি-১৩. প্রি-পেমেন্ট মিটার বিল এর সুবিধা/অসুবিধা বিস্তারিত বলুন।

সুবিধা	**অসুবিধা**
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

বি-১৪. মিটার কি কখনো নষ্ট হয়েছিল ?

বি-১৫. উত্তর হ্যা হলে কত সময়ের মধ্যে মেরামত করা হয়েছিল?

বি-১৬. কার্ড নষ্ট বা পরিবর্তন করা হয়েছে কি?

বি-১৭. কার্ড কতবার ইস্যু করা হয়েছে?

বি-১৮. কার্ড রিচার্জ করতে কতদূর যেতে হয়?

বি-১৯. কার্ড রিচার্জ করতে কি পরিমাণ সময় ব্যয় হয়?

বাণিজ্যিক সংযোগ গ্রাহকের প্রশ্নপত্র

ভূমিকাঃ

জরীপে অংশগ্রহণকারীর অনুমতি গ্রহণঃ

অধ্যায় –এ:

এ-১. উত্তরদাতার নাম : .....

এ-২. উত্তরদাতার পিতা/ স্বামীর নাম :.....

এ-৩. উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নাম্বার : .....

এ-৪. লিঙ্গ : ১= পুরুষ ২= মহিলা

এ-৫. উত্তরদাতার বয়স :..... বছর

এ-৬. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা(সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ) : ..... শ্রেণী

এ-৭. উত্তরদাতার মূল পেশাঃ

১= কৃষি/ গৃহস্থি,২=ছোট ব্যবসা/ফেরিওয়ালা ৩= ব্যবসা/দোকান, ৪=সরকারী চাকুরী,
৫=বেসরকারী চাকুরী,৬= অবসরপ্রাপ্ত,৭= গৃহিনী/বেকার,৮=অন্যান্য.....

এ-৮. প্রতিষ্ঠানে এ প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ আছে কি না ? : ১=হ্যাঁ ২=না

এ-৯. জেলার নাম: ..... উপজেলার নাম : .....

এ-১০. ইউনিয়নে/ওয়ার্ডের নাম: ..... গ্রামে/এলাকার নাম :.....

এ-১১. জেলা/ উপজেলা কোডঃ ..... ক্লাস্টার কোডঃ .....

অধ্যায়-বি:

বি-১. আপনার প্রতিষ্ঠানে কত সাল হতে প্রি-পেমেন্ট বিদ্যুৎ মিটার সংযোগ হয়?

বি-২. প্রি-পেমেন্ট মিটার কি বর্তমানে সচল আছে?

বি-৩. প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগের কারণ পূর্ব হতে বিলের পরিমান কেমন আসে?

বেশী ☐ কম ☐

বি-৪. প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহারের পূর্বে গড়ে কত টাকা মাসিক বিল আসত?

বি-৫. প্রি-পেমেন্ট মিটারে বর্তমানে মাসিক গড় বিল কত?

উত্তরঃ

বি-৬. প্রি-পেমেন্ট মিটার এর সুবিধা কি?

১. বিদ্যুৎ বিল কম।

২. বিদ্যুৎ অপচয় কম হয়।

৩. লাইনে দাড়িয়ে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই।

৪. সংযোগ বিচ্ছিন্নের চিন্তা নেই।

৫. অন্যান্য।

বি-৭. প্রি-পেমেন্ট মিটারের অসুবিধা কি?

১. বিদ্যুৎ বিল বেশী আসে।

২. কার্ড রিচার্জে অফিসে সমস্যা হয়।

৩. কার্ডের জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়।

৪. দ্রুত কার্ড শেষ হয়ে যায়, বারে বারে অফিসে যেতে হয় কার্ড ক্রয়ের জন্য।

৫. অন্যান্য।

বি-৮. প্রি-পেমেন্ট মিটারে কি কোন সমস্যা হয়? হ্যাঁ ☐ না ☐

উপরের উত্তর হ্যা হলে।

বি-৮.১. কি ধরনের সমস্যা হয় ....

বি-৮.২. সমস্যা সমাধানে কি ধরনের পদক্ষেপ নেন .....

বি-৯. কোন ধরনের বিলিং এ সময় বেশী লাগে- প্রিপেইড ☐ পোস্ট পেইড ☐

বি-১০. কোম্পানীর স্টাফরা/কর্মচারীরা প্রিপেইড মিটার সম্পর্কে কি ধরনের ধারনা পোষণ করে।

বি-১১. প্রি-পেমেন্ট মিটার সম্পর্কে এলাকাবাসীর ধারনা কি?

বি-১২. আপনার প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

বি-১৩. প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবস্থা উন্নতি করণে আপনার পরামর্শ কি?

১.

২.

৩.

৪.

প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ বিহীন গ্রাহকের প্রশ্নপত্র

ভূমিকাঃ

জরীপে অংশগ্রহণকারীর অনুমতি গ্রহণঃ

অধ্যায় –এ:

এ-১. উত্তরদাতার নাম : .....

এ-২. উত্তরদাতার পিতা/ স্বামীর নাম :.....

এ-৩. উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নাম্বার : .....

এ-৪. লিঙ্গ : ১= পুরুষ ২= মহিলা

এ-৫. উত্তরদাতার বয়স :..... বছর

এ-৬. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা(সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ) : ..... শ্রেণী

এ-৭. উত্তরদাতার মূল পেশাঃ

১= কৃষি/ গৃহস্থি,২=ছোট ব্যবসা/ফেরিওয়ালা ৩= ব্যবসা/দোকান, ৪=সরকারী চাকুরী,
৫=বেসরকারী চাকুরী,৬= অবসরপ্রাপ্ত,৭= গৃহিনী/বেকার,৮=অন্যান্য.....

এ-৮. প্রতিষ্ঠানে এ প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ আছে কি না ? : ১=হ্যাঁ ২=না

এ-৯. জেলার নাম: ....., উপজেলার নাম : .....

এ-১০. ইউনিয়নে/ওয়ার্ডের নাম: ..... গ্রামে/এলাকার নাম :.....

এ-১১. জেলা/ উপজেলা কোডঃ ..... ক্লাস্টার কোডঃ .....

অধ্যায়-বি:

বি-১. বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে, আপনি কি পদ্ধতির বৈদ্যুতিক মিটার ব্যবহার করেন?

প্রি-পেইড ☐ পোস্ট-পেইড ☐

বি-২. পোস্ট-পেইড সংযোগের ক্ষেত্রে, আপনি কোথায় গিয়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন?

ব্যাংকে ☐ অন্যান্য ☐

বি-৩. আপনি কি প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ সুবিধা নিতে আগ্রহী?

হ্যাঁ ☐ না ☐

বি-৪. প্রি-পেমেন্ট মিটার এ আগ্রহী হলেন কেন?

বি-৫. প্রি-পেমেন্ট মিটারে আগ্রহী না হলে কেন?

বি-৬. পোস্ট-পেইড বিল এর সুবিধা কি?

১.

২.

৩.

৪.

বি-৭. পোস্ট-পেইড বিল এর অসুবিধা কি?

১.

২.

৩.

৪.

বি-৮. প্রি-পেমেন্ট মিটার থাকলে কি কি সুবিধা হত?

বি-৯. প্রি-পেমেন্ট মিটারে কোন সমস্যা বলে মনে করেন?

বি-১০. প্রি-পেমেন্ট মিটার নেই বলে নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

বি-১১. আগামীতে প্রি-পেমেন্ট মিটার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

বি-১২. বিলিং পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে অনুগ্রহপূর্বক তা বর্ণনা করুন।

দলভিত্তিক আলোচনা (FGD) এর চেকলিস্ট

আলোচনার স্থানঃ ----------

তারিখঃ----------

গ্রামঃ----------ইউনিয়নঃ ----------

উপজেলাঃ----------জেলাঃ----------

অংশগ্রহণকারীর নাম		মূল পেশা	মোবাইল ফোন	স্বাক্ষর
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				
৭।				
৮।				
৯।				
১০।				
১১।				
১২।				

১. আপনাদের এলাকার যে প্রি-পেমেন্ট বিদ্যুৎ মিটার স্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে কি বিদ্যুৎ অফিস থেকে কোন ধরনের সচেতনতা/ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে পূর্বে অবহিত করা হয়েছিল? বিস্তারিত বলুন।

২. এলাকার প্রি-পেমেন্ট বিদ্যুৎ মিটার বসানো হয়েছে কত সালে? মিটারের গুনগতমান কেমন- বিস্তারিত বলুন।

৩. প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহারের সুবিধা/বিস্তারিত বলুন।

৪. প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনে ব্যক্তিগতভাবে কারও ক্ষতি হয়ে থাকলে বলুন।

৫. প্রিপেইড মিটার ব্যবহারে পূর্ব হতে বিল পরিশোধের সময় কি বেশী লাগে/কম লাগে, বিস্তারিত বলুন।

৬. প্রি-পেমেন্ট মিটারে কি বিদ্যুৎ বেশী খরচ হয় না অপচয় কম হয়। বলুন।

৭. প্রি-পেমেন্ট ব্যবহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কিভাবে দেখছেন। বিস্তারিত বলুন।

৮. প্রি-পেমেন্ট মিটার যন্ত্র ব্যবহারে কোন যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয় কিনা ? সমস্যা হলে সমাধান করেন কিভাবে বলুন।

৯. প্রি-পেমেন্ট মিটারের কোন অসুবিধা আছে কিনা ?

১০. প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহারে এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়া

১১. আপনাদের কোন পরামর্শ থাকলে বলুন।

স্কুল/মসজিদ সংযোগ গ্রাহকের প্রশ্নপত্র (আবাসিক)

ভূমিকাঃ

জরীপে অংশগ্রহণকারীর অনুমতি গ্রহণঃ

অধ্যায়-এ:

এ-১. উত্তরদাতার নাম : .....

এ-২. উত্তরদাতার পিতা/ স্বামীর নাম :.....

এ-৩. উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নাম্বার : .....

এ-৪. লিঙ্গ : ১= পুরুষ ২= মহিলা

এ-৫. উত্তরদাতার বয়স :..... বছর

এ-৬. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা(সর্বোচ্চ শ্রেণী পাশ) : ..... শ্রেণী

এ-৭. উত্তরদাতার মূল পেশাঃ

১= কৃষি/ গৃহস্থি,২=ছোট ব্যবসা/ফেরিওয়ালা ৩= ব্যবসা/দোকান, ৪=সরকারী চাকুরী,
৫=বেসরকারী চাকুরী,৬= অবসরপ্রাপ্ত,৭= গৃহিনী/বেকার,৮=অন্যান্য.....

এ-৮. স্কুল/মসজিদ এ প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগ আছে কি না ? : ১=হ্যাঁ ২=না

এ-৯. জেলার নাম: ....., উপজেলার নাম : .....

এ-১০. ইউনিয়নে/ওয়ার্ডের নাম: ..... গ্রামে/এলাকার নাম :.....

এ-১১. জেলা/ উপজেলা কোডঃ ..... ক্লাস্টার কোডঃ .....

অধ্যায়-বি:

বি-১. আপনার প্রতিষ্ঠানে কত সাল হতে প্রি-পেমেন্ট বিদ্যুৎ মিটার সংযোগ হয়?

বি-২. প্রি-পেমেন্ট মিটার কি বর্তমানে সচল আছে?

বি-৩. প্রি-পেমেন্ট মিটার সংযোগের কারন পূর্বের তুলনায় বিলের পরিমান কেমন আসে?

বেশী ☐ কম ☐

বি-৪. প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহারের পূর্বে গড়ে কত টাকা মাসিক বিল আসত?

বি-৫. প্রি-পেমেন্ট মিটারে এখন মাসিক গড় বিল কত?

উত্তর

বি-৬. প্রি-পেমেন্ট মিটার এর সুবিধা কি?

১. বিদ্যুৎ বিল কম।

২. বিদ্যুৎ অপচয় কম হয়।

৩. লাইনে দাড়িয়ে বিল পরিশোধের ঝামেলা নেই।

৪. সংযোগ বিচ্ছিন্নের চিন্তা নেই।

৫. অন্যান্য .....।

বি-৭. প্রি-পেমেন্ট মিটারের অসুবিধা কি?

১. বিদ্যুৎ বিল বেশী আসে।

২. কার্ড রিচার্জে অফিসে সমস্যা হয়।

৩. কার্ডের জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়।

৪. দ্রুত কার্ড শেষ হয়ে যায়, বার বার অফিসে যেতে হয় কার্ড ক্রয়ের জন্য।

৫. অন্যান্য।

বি-৮. প্রি-পেমেন্ট মিটারে কি কোন সমস্যা হয়? হ্যাঁ ☐ না ☐

উপরের উত্তর হ্যা হলে।

বি-৮.১ কি ধরনের সমস্যা হয় ....

বি-৮.১. সমস্যা সমাধানে কি ধরনের পদক্ষেপ নেন .....

বি-৯. কোন ধরনের বিলিং এ সময় বেশী লাগে? প্রিপেইড ☐ পোস্ট পেইড ☐

বি-১০. প্রি-পেমেন্ট মিটার সম্পর্কে স্কুলের শিক্ষার্থী/এলাকাবাসী/মসজিদের ব্যবহারকারী কমিটির সদস্যদের কোন ধারনা আছে কি?

বি-১০.১.উত্তর হ্যা হলে কি ধরনের ধারনা?

ভাল ধারনা	**খারাপ ধারনা**
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

বি-১১. প্রি-পেমেন্ট মিটারের মান উন্নীতকরণে আপনার পরামর্শ বলুন-

১.

২.

৩.

ডিপিডিসি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেকলিষ্ট

উত্তর দাতা সম্পর্কীয় তথ্য

১। নাম : ..... ২। পদবী :.....

৩। বয়স : ..... বছরে ৪। লিঙ্গ : ১=পুরুষ ২=মহিলা

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১	মন্ত্রনালয় /বিভাগ	
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৩	প্রকল্পের নাম	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	
৫	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যমে (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	
৬	দরপত্র প্রকৃতি	
৭	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	
৮	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	
৯	দরপত্র গ্রহনের শেষ তারিখ ও সময়	
১০	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	
১১	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	
১২	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	
১৩	নন রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	

১৪	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	
১৫	কার্য বিবরণী অনুমোদনের তারিখ	
১৬	সিএস তৈরীর তারিখ	
১৭	(Notification of award) প্রদানের তারিখ	
১৮	মোট চুক্তি মূল্য	
১৯	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	
২০	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
২১	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
২২	সময়বৃদ্ধি থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি এবং কারন	
২৩	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	
২৪	চুড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ ও বিলের পরিমাণ	
২৫	চুড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমাণ	

২৬	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় নীতিমালা অনুসরন করা হয়ে ছিল কি না?	
২৭	না হলে কেন করা হয় নি?	
২৮	পণ্যগুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল কি না ?	
২৯	হয়ে থাকলে কেন?	

৩০	দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কি না?	
৩১	হয়ে থাকলে কেন?	
৩২	ক্রয়কৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি ছিল কি?	
৩৩	থাকলে কত দিন?	
৩৪	ওয়ারেন্টির সময়ের মধ্যে পণ্য গুলোর কোন ত্রুটি ধরা পড়েছিল কি না?	
৩৫	ত্রুটি হয়ে থাকলে সেবামান কেমন ছিল?	
৩৬	কার্য সম্পাদনে মূল স্পেসিফিকেশন থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটেছে কিনা?	
৩৭	ঘটলে কেন?	
৩৮	নির্মাণের সময় প্রয়োজনীয় মালামাল যথাযথ সংখ্যায় ক্রয় এবং ব্যাবহার করা হয়েছে কিনা?	
৩৯	ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কি না কিভাবে হয়েছিল প্রতি শতক কত টাকা	

৫। প্রকল্পাধীন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)

৬। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকলে কারণ কি?

(১).....

(২).....

(৩).....

৭। এই প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় দূর্বল ও সফলতার বিষয়গুলি উল্লেখ করুন

১.....

২.....

৩.....

তথ্য প্রদানকারির নামঃ

স্বাক্ষরসহ সীল ও তারিখঃ

ফোনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১	প্রকল্পের নাম	:	""প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি"
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ডিপিডিসি
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় (খিলগাও, তেজগাও, কামরাঙ্গীরচর, স্বামীবাগ ও কাজলা)

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট জিওবি পিএ সংস্থার অর্থ	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপির তুলনায়	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়
মূল অনুমোদিত	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৭	২২৪৪২.১০ ১৮৮৯০.১৩ - ৩৫৫১.৯৭	-	-
১ম সংশোধন	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮	১০৬৫৯.০৮ ১০৫৫৩.২৮ - ১০৫.৭৯	-	-

৬. **ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:** জুন ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১০৭০০.৯৪ লক্ষ টাকা (১০০%)।

৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- কোন বকেয়া না রেখে শতভাগ রাজস্ব আদায়;
- প্রচলিত মিটার রিডার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য, উন্নত এবং ঝামেলাবিহীন বণিজ্যিক সেবা প্রদান;
- গ্রাহক প্রান্তে ওভারলোড প্রতিরোধ করে ডিমান্ড সাইড লোড ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

৮. **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ**

- ১২০০০০টি সিঙ্গেল ফেজ মিটার এবং ১১০০০টি থ্রি ফেজ পোস্টপেইড মিটার পরিবর্তন করে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন
- ৫টি Utility Customization Center এবং Utility Vending Station স্থাপন;
- ৩ বছর অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান।

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR) :

৯.০ **পরামর্শকের দায়িত্বঃ**

২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

২.২ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/ ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তাবায়ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Exit Plan) করার লক্ষ্যে কতামত প্রদান;

২.১১ SWOT Analysis;

২.১২ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;

২.১৩ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

২.১৪ প্রিপেইড মিটার এর সুবিধা-অসুবিধাসহ এবং সিস্টেম লস হ্রাস হয়ে থাকলে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে আলোকপাত; এবং

২.১৫ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
২.	(ক) টীম লিডারঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী।	• বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা, মিটারিং সিস্টেম, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে; • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং • কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ারঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল/ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী।	• সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রণয়নের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং • কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
	(গ)আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতাভূক্ত বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

	(ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্টঃ	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরি সংখ্যান/ অর্থনীতি/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	• সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা/ডাটা ম্যানেজমেন্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

১১. **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১২. **ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিবেদন প্রণয়নে

ভেনাস কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড
বাড়ী নং ৪০, রাস্তা নং ০১, বনানী, ডি ও এইচ এস,
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।

ইন

এ্যাসোসিয়েশন উইথ

ইউনিক এন্টারপ্রাইস

মে-২০১৯